ভারতবর্ষে ফুরফুরার ছেলছেলা খাঁটী ছুন্নী

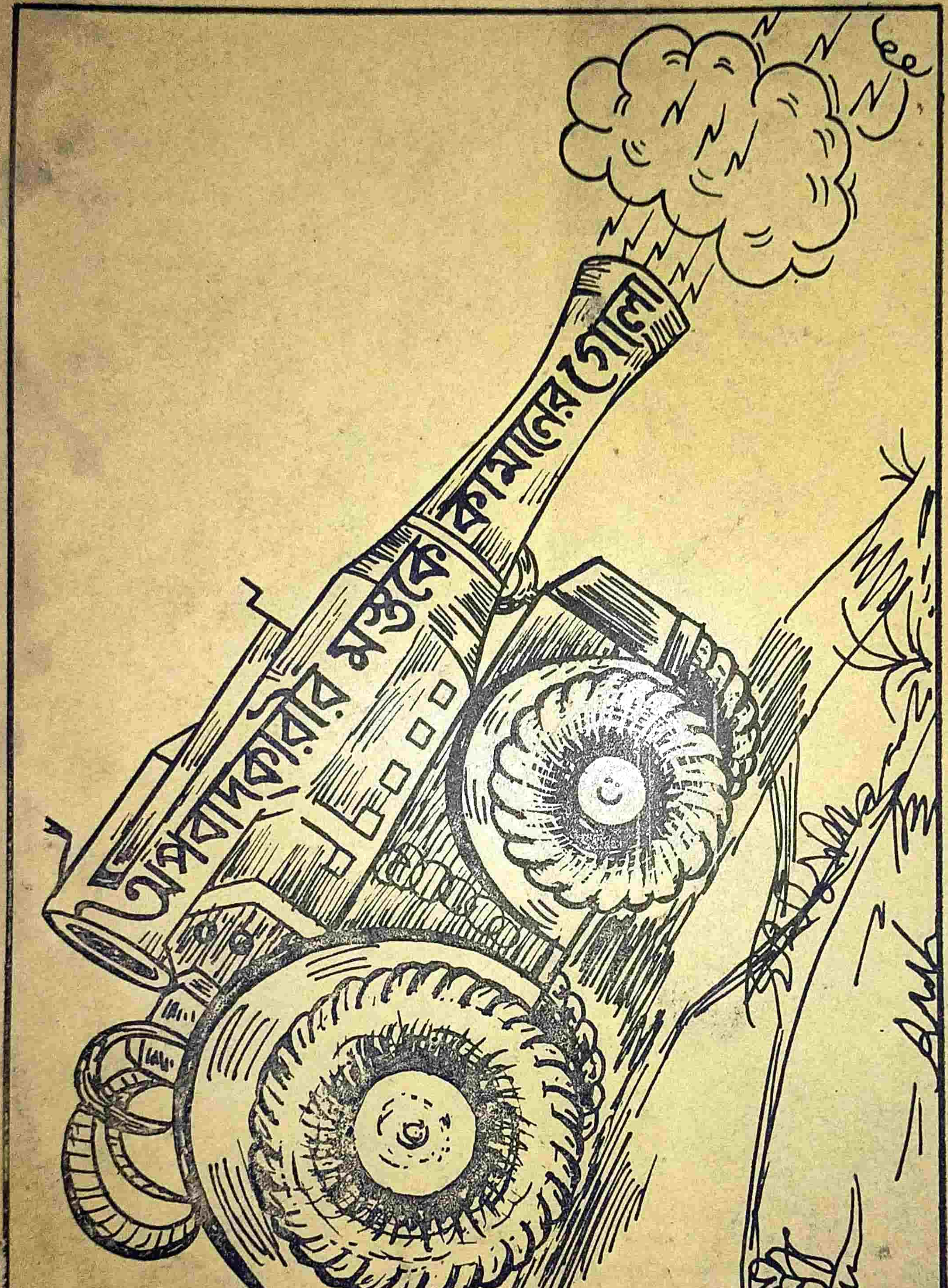
অপবাদকারীর মস্তকে কামানের গোলা

মোহাম্মাদ আয়নুদ্দিন গোবিন্দপুরী কর্ত্তৃক প্রণীত

ভারতবর্ষে

ফুরফুরার ছেলছেলা খাঁটী ছুন্নী

* * *

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, পোঃ—ভেবিয়া

খাদেমুল ইসলাম

মোহাম্মদ আয়নুদ্দিন গোবিন্দপুরী

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

* * *

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

১৪০৪ সাল

মুল্য :—পঁচিশ টাকা মাত্র।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছাপার জগতে একটি নাম ঃ—

মামণি আর্ট প্রেস

ভেবিয়া চৌমাথা, পুলিশ ক্যাম্পের পার্শ্বে
উত্তর ২৪ পরগণা।

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী
ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

আলহামদো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন অচ্ছালাতো
অ চ্ছাল্লামো আলা রাছুলিহি ছাইয়্যেদেনা
মোহাম্মাদেঁও অআলিহি অ আছহা
বিহি আজমাইন ।

পশ্চিম বাংলার মুছলমানগণের অবশ্য স্বরণ থাকিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্বে আমি আহমদ রেজার অসারতা নামক একখানা কেতাব লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলাম । আহমদ রেজা নাম দিয়া পুনরায় গোলাম ছামদানি উহার ৪র্থ-পঞ্চম ও ষস্ঠ খণ্ড সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন ।

তাহাতে তিনি পূর্ব উল্লিখিত সংখ্যাতে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন এগুলিতেও তাহার অনেক কথা পুনরোল্লেখ করিয়া নিজ সমর্থকগণের নিকট বাহবা অর্জন করিয়াছেন । গোলাম ছামদানি ৪/৫/৬ সংখ্যার মধ্যে ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

রুহল আমিন সাহেবের 'ইসলাম দর্শন'

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ফুরফুরাদের প্রান । লেখনীর ময়দানে তিনিই প্রধান । ফুরফুরাবীদের সাবধান করতঃ মাওলানা লিখিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষীদল আরব হইতে বিতাড়িত হইয়া কাবুল প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে,...... ঘটনাটী লেখার পরে তিনি লিখিয়াছেন (ইসলাম দর্শন, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২২ সাল সংগৃহীত অভিশপ্ত মজহাব পৃঃ ১১৬/১১৭

জওয়াব ঃ—

একথা কাহারও অজানা নাই যে, কোন পত্রিকা মাসিক সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিক হউক উহাতে বিভিন্ন লেখকের লেখা থাকে।

যাহার নিকট উক্ত সংখ্যা ১৩২২ সালের ইসলাম দর্শন আছে উহার সূচীপত্র খুলিয়া দেখুন উক্ত প্রবন্ধের লেখক মৌলবী মীর আব্দুল গনি, সাহেব বসিরহাটের হজরত উক্ত প্রবন্ধের লেখক নন।

অযথা ভাবে বসিরহাটের হজরত মাওলানা রুহুল আমিন (রঃ) সাহেবের উপর অপবাদ প্রচার করিয়া নিজ মতের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছেন। ইহা দুনিয়াদারেরই কার্য্য। কোন খোদা ভীরু আলেমের কার্য্য ইহা কখনই হইতে পারে না। দ্বিতীয় তিনি 'অভিশপ্ত মজহাব' হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য মিথ্যা তদন্ত না করিয়া অভিশপ্তকে সমূল করিয়া জ্বলন্ত মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতেছেন।

হাদিছে আছে—'যে ব্যক্তি যাহা শ্রবণ করে তাহাই প্রচার করে সেই মিথ্যাবাদির অন্তর্গত'। কোরয়ান 'তোমরা মিথ্যাবাদির অনুসরণ করিও না'। আরও আছে—মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহতায়ালার লানত (অভি সম্পাত)'।

হাদিছে আছে শেষ জামানাতে দাজ্জাল মিথ্যাবাদি অর্থাৎ প্রবঞ্চক তোমাদের নিকট আসিবে …… তোমরা তাহাদের নিকট যাইওনা তাহাদিগকে তোমাদের নিকটে আসিতে দিওনা তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে গোমরাহ (ভ্রান্ত) করিতে ও ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।'।

হামদানি আরও লিখিয়াছেন ঃ— ফুরফুরাবীদের সাবধান করতঃ মাওলানা লিখিয়াছেন'। —ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত মিথ্যা অপবাদ আর কিছু হইতে পারে না, কেননা উক্ত কথা বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব কষ্মিনকালেও লেখেন নাই।

তিনি ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

আর এ বুড়ো নাদান, ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। রুহল আমিন সাহেবের উত্তর যথার্থ ঠিক হইয়াছে। 'তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন বলিয়া পূর্নছেদ দিয়াছেন। তার পর বলিয়াছেন তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন'। 'আছেন' শব্দটি বর্ত্তমান এবং 'ছিলেন' শব্দটি অতীত।

আছেন এরপর ছিলেন হয় না। রুহল আমিন সাহেব প্রথম বাক্যে আহমদ রেজার শাগরেদগণকে বড় বড় আলেম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যে আহমদ রেজার এবং তাঁহার সমস্ত শাগরেদগণের আকায়েদ সম্পর্কে পরিচয় দিয়াছেন, 'তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন'। অর্থাৎ আহমেদ রেজার তথা বেরেলীগণ খাঁটী আহলে সুন্নাত এবং তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ।

জওয়াব ঃ—

মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া—চতুর্থ ভাগ ৫১ পৃষ্ঠা ১১৮৭ নং মছলা।

প্রশ্ন ঃ—মৌলানা, আহমদ রেজা খাঁ সাহেব কেমন লোক ছিলেন, তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়া কি ?

উত্তর ঃ—তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন। তিনি মিলাদের কেয়াম জায়েজ বলিতেন। আমাদের অনেক মতের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল, তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন, দেওবন্দীদিগের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাঁহার এই ফৎওয়ার প্রতি আমল করি না। আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারনা করি।

শাগরেদগণের কথাটি না বলিয়া সর্বনাম হিসাবে তাঁহারা কথা

টী ব্যবহার করিয়াছেন।"

উহাতে আহমদ রেজার কথা বলা হয় নাই তাঁহার শাগরেদগণ কোন মতাবলম্বী ছিলেন আহমদ রেজার না অন্য কোন মতাবলম্বী ছিলেন সেই হেতু বলিয়াছেন তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন।

লেখকের কথা যদি ঠিক হয় তবে বলি আহমদ রেজার জীবনীতে ৩২০ পৃষ্ঠায় আছে ১৩৪০ হিজরী ২৫শে ছফর দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। ইংরাজী ১৯২১ সন হয়।

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগের ৫১পৃঃ ১১৮৭ নং মছলা প্রকাশিত হইয়াছে ১৩৫৮ হিজরী বাংলা ১৩৪৬ সাল, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আহমদ রেজার মৃত্যুর ১৮ - ১৯ বৎসর পরে বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব উহা লিখিয়াছেন।

ছামদানির কথা অনুযায়ী যদি ছিলেন শব্দ ব্যপক ধরা যায় তাহা হইলে শাগরেদগণ তখন বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ছিলেন শব্দ হয়নাই। কেবল মাত্র আহমদ রেজাকেই বুঝায় কেননা তিনি তখন দুনিয়ায় নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বসিরহাট হজরতের জওয়াব সঠিক ওখানে ছাপার ভূল নয়, সর্ব্বনাম হিসাবে শাগরেদ গণের কথাটা পুনরায় না বলিয়া তাঁহারা কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। এখন ছামদানি ও আজিজুল হক পুনরায় স্কুলে গিয়া সর্ব্বনাম পদ কোথায় ব্যবহার হয় ভালভাবে শিক্ষা করিয়া তারপর বসিরহাট হজরতের কেতাব সম্বন্ধে কথা বলিবেন, অন্যথায় তাহাদের কথা অগ্রাহ্য।

ছামদানি আরও লিখিয়াছেন "এবং তাঁহার সমস্ত শাগরেদ -গণের আকায়েদ সম্পর্কে পরিচয় দিয়াছেন।" তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন, অর্থাৎ ইমাম আহমদ রেজা তথা বেরেলীগণ খাঁটি আহলে সুন্নত এবং তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া জায়েজ।

ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ ৫১পৃষ্টা ; ১১৮৭নং মছলার জওয়াবে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার শাগরেদ গণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন, তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন।"

জওয়াব ঃ—

পাঠক মনে করুন যদি বলা হয় সভার মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন, তাহা হইলে কি সভার সমস্ত লোককে বোঝায়? তাহা কখনই বোঝায় না বরং সভার মধ্যে যাঁহারা বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন, তাঁহাদিগকেই বোঝাইবে। সেইরূপ আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের শাগরেদ গণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন বলায় শাগরেদগণের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম তাঁহাদিগকেই বোঝাইবে সমস্ত শাগরেদগণ কখনই বোঝাইবেনা।

তৎপর দেওবন্দী আলেমগণের পরিচয় দিয়া মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরীকে খাঁটি ছুন্নি বলিয়াছেন। এবং দেওবন্দী আলেম গণের সহিত ফুরফুরার মতের সহিত কোন কোন বিষয়ে মতভেদ তাহা অধিকাংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ বেরেলী মৌলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের মতের কথা বলিয়াছেন তাঁহার শাগরেদ গণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন। অর্থাৎ শাগরেদগণের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় আলেম তাঁহারাই খাঁটি ছুন্নি, সমস্ত শাগরেদগণকে বোঝায় না। ছামদানি বাংলা ভাষায় বড় পণ্ডিত তাই শাগরেদগণের মধ্যে অর্থ সমস্ত শাগরেদগণ প্রকাশ করিয়া গোঁজামিল দিয়াছেন। ঐরূপ গোঁজামিল দিয়া আর কতদিন চলিবে?

এসলাম ধর্ম্ম কি সমীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নাউজো বিল্লাহ

কোরআন হাদিছের উপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, শরিয়তের দলীল, চারিটি কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ আকাশবানী ভবনে চাকুরী নিলে হত মাদ্রাসার চাকুরী বাদ দিয়া।

৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন।" বলিয়া পূর্ণছেদ দিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন, 'তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন।' আছেন শব্দটি বর্তমান এবং ছিলেন শব্দটি অতীত ('আছেন এরপর ছিলেন হয় না')।

জওয়াব :—

অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানে অতীত শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন আমরা বলিয়া থাকি যে, আগের পিয়ন ভাল লোক ছিলেন, আগের হেডমাষ্টার ভাল লোক ছিলেন, আগের ঐ এস, ডি, ও, ভাল ছিলেন, অমুক মাওলানা আমাদের এখানে চাকুরি করিতেন ভাল লোক ছিলেন, অথচ পিয়ন, মাষ্টার, এস. ডি, ও, ও, মাওলানা ইত্যাদি ব্যক্তিগণ বদলী হইয়া অন্যস্থানে গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন।

এখানে ছিলেন শব্দ ব্যবহার হইয়াছে যে, তাহাদের কার্যকলাপ ভাল ছিল যিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদে থাকিয়া সুচারুরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

তাহা হইলে উহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মৌলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের শাগরেদ গণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা কেমন লোক, তাঁহাদের মত কি উহার জওয়াবে বলিয়াছেন তাঁহারা খাঁটি ছুন্নি ছিলেন। উপরোক্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে ছিলেন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। উহা তাঁহার ভুল নহে ঐরূপ স্থলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অতীত কালের শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে।

আর স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, আল্লামা রুহল আমিন সাহেবের কলমে মৌলানা আহমদ রেজা খান সাহেব খাঁটি ছুন্নি হইতে পৃথক

★ অর্থাৎ আহমদ রেজা খাঁ সাহেব যে সমস্ত মতের উপর ছিলেন, তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেমগণ সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত ছিলেন না। এই হেতু আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার শাগরেদগণের মধ্যে বড়বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন তাঁহারা খাটীছুন্নি ছিলেন হইয়া গেলেন। বেরেলী গোলাম ছামদানি বলিতেছেন মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের দেওবন্দী দিগকে আহলে ছুন্নত বলা মারাত্মক ভুল হইয়াছে, কারণ বেরেলীদিগের সহিত দেওবন্দীদের মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে।

দেওবন্দী আজিজুল হক কাসেমী বলিয়াছে বেরেলীদের খাঁটি আহলে ছুন্নত বলা রুহল আমিন সাহেবের মারাত্মক ভূল হইয়াছে।

জওয়াব :—

দেওবন্দীগণের সহিত বেরেলীগণের যে মৌলিক মতভেদ আছে আমরা ফুরফুরার জামাত উহা মৌলিক মতভেদ বলিয়া স্বীকার করি না, মানি না, যাহার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে কুফরি ফৎওয়া দেওয়ার প্রতিবাদের বর্ণনায়। আজিজুল হক সাহেব আকায়েদের কেতাবগুলি পাঠ করিলে আল্লামা রুহল আমিন সাহেবের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আজিজুল হক আকায়েদ সম্বন্ধে ছুন্নত অল জামায়াতের উক্ত কেতাবগুলি যদি পাঠ করিতেন তাহা হইলে বসিরহাট হুজুরতের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া অজ্ঞ ও অহংকারীদের মধ্যে গন্য হইতেন না। ৭৮ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন রুহুল আমিন সাহেব যে অহাবীনামের জন্তু জানোয়ারের সহিত ডজন খানেক বাহাস করিয়াছিলেন, সেই জানোয়ারগুলি ভারতবর্ষে'র কোন জঙ্গলে বাস করে ? জানিতে পারিলে দেখিতে যাইতাম।

জওয়াব :—

প্রথম কথা অহাবিদিগকে জন্তু জানোয়ারের সহিত তুলনা দেওয়া কোন ভদ্রলেখকের কার্য্য হইতেই পারে না। যে সমস্ত অসভ্য ভাষা লিখিয়াছেন তাহা কোনভদ্র সমাজের ভাষা নয়, প্রায়ই বেরেলীগণ ব্যতীত তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদিগকে অভদ্রভাষায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলেম হইলে মানুষ ভদ্র হয় কেন না তাঁহারা নবীর ওয়ারেছ, গোলাম ছামদানি যে পরিবেশে আছেন অর্থাৎ যাঁহাদের মতবাদ প্রচার করিবার জন্য এত বদ্ধপরিকর মনে হয় ঐ অভদ্র জনিত আক্রমণ ও ভাষা তাঁহাদের সঙ্গলাভে লাভ করিয়াছেন, কেননা মাদ্রাসায় ত ঐরূপ অভদ্র জনিত ব্যবহার ও ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। তিনি অহাবিদিগকে জন্তু জানওয়ারের সহিত তুলনা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন উহারা জন্তু জানওয়ার। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ছামদানি তথা বেরেলবীদিগের মতে যখন দেওবন্দীগণ অহাবী তাঁহারাও এই আওতায় পড়িয়া গেলেন কিনা ?

জন্তু জানওয়ারের উপর শরিয়তের আহকাম জারি হয় না। তাহাদের উপর শরিয়তের আহকাম জারি করার কেয়াছ করা বাতীল কেয়াছ।

৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—'হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র এলমকে জানোয়ারের ইলমের সহিত তুলনা করা'।

জওয়াব ঃ—

মাওঃ আশরাফ আলি থানুবি ছাহেব কোন হেতু বাদে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলায়হে অ ছাল্লামের এলমকে পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত তুলনা দিয়া তাঁহার অবজ্ঞা ও অবমাননা করা হইল কিনা ? ছামদানি সেই কথা উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহো আলায়হের শানে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিয়া তদপেক্ষা অবজ্ঞা ও অবমাননার পরিচয় দিলেন কিনা ? কেননা পশু ও চতুষ্পদ শব্দ কেমন হয় আর জানোয়ার শব্দ কেমন হয় পাঠকবৃন্দ বিচার করুন।

১১৮৬ নং মছলাতে প্রঃ করা হইয়াছে—'দেওবন্দ মাদ্রাছা অহাবীদের নাকি ?

জওয়াবে :—

এক কথায় বলিয়াছেন, ‘দেওবন্দের মাদ্রাছা অহাবিদের মাদ্রাছা নহে’। যাহারা মজহাব অমান্য করিয়া থাকে, এমামগণের মজহাব মান্য করা শেরেক বলে তাহারা অহাবি’।

এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) সুন্নত-জামায়াতের মস্তকমনি ও ইছলাম জগতের শিরো ভূষণ। তিনি ছুন্নত জামাতের সাহায্য কল্পে ফেকহে আকবর ও রেছালা কেতাবদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, ইনি স্পষ্ট দলীল সমূহ দ্বারা বেদয়াতিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

... তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এমাম আবু মুনছুর মাতুরিদি তাঁহার শিষ্যগণের পরম্পরায় ধারাবাহিক রূপে উক্ত মছলাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এস্তেহাফোছ ছাদাতোল মোত্তাকীন কেতাবের ২/১৪ পৃষ্ঠা হইতে বসিরহাট হজরত উহা উল্লেখ করিয়াছেন। পাঠক আমরা হানাফি এমাম আজম ছুন্নত জামাতের মস্তক মনি।

তিনি বলিয়াছেন জুমার দ্বিতীয় আজান মেম্বরের নিকট দিতে হইবে ইহা মবছুত কেতাবের ১/১৩৪ পৃঃ ও আয়নি ১/১০১৪ পৃষ্ঠায় আছে হাছান বেনেজেয়াদ এমাম আবু হানিফা হইতে বর্ননা করিয়াছেন যে, জুমার দ্বিতীয় আজান মেম্বরের নিকট দিতে হইবে।

আহমদ রেজা খাঁ সাহেব উহা অমান্য করিয়া মছজিদের বাহিরে দরওয়াজায় জুমার দ্বিতীয় আজান দিবার প্রচলন করিলেন। যিনি সুন্নত জামায়াতের মস্তক মনি এমাম আজম আবু হানিফার মতের বিপরীত মত জারি করেন তাঁহাকে অর্থাৎ আহমদ রেজা সাহেবকে খাঁটি ছুন্নি বলিবেন কেন? এই সমস্ত বিষয় হইতে ফুরফুরার জামায়াত নির্মল এই হেতু এই জামায়াত খাঁটী ছুন্নি।

‘বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল’ নামক বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হইয়াছে-

বিষয়ঃ আল্লার নূরে হুজুর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পয়দা

হইয়াছেন।

হুজুরের নূর হইতে সমস্ত জাহান সৃষ্টি হইয়াছে।

এই দলিলের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনকারীরা হলেন ঃ—

১) মৌঃ মোঃ গোলাম ছামদানী সাহেব (মুফতী) ২) মৌঃ মোঃ নইমুদ্দীন সাহেব (মুফতী) ৩) মৌঃ মোঃ জান মোহাম্মদ সাহেব।

'আনা মিন নূরিল্লা খালাকা কুল্লাহুম মিন নূরী'। ইহা কুরশি হাদিস। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া।

জওয়াব ঃ—

মোল্লা আলিকারি মওজুয়াতে কবির ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

আমি আল্লাহ হইতে আর ইমানদারগণ আমা হইতে, আস্কালানি বলিয়াছেন, ইহা মিথ্যা জাল কথা। জরকশি বলিয়াছেন, ইহার ছনদ জানা যায় না। আবু তায়মিয়া বলিয়াছেন, ইহা জাল কথা।

মজমুয়া ফাতাওয়ায় আব্দুল হাই লাখনুবী ২/২৬০ ও ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

'আল্লাহ তায়ালার জাত কদিম (অনাদি) আমাদের নবি ছাঃ) এর জাত হাদেছ (নব সৃষ্টি) কাজেই নব সৃষ্ট বস্তু অনাদি বিষয়ের অংশ হইতে পারে না, কেননা কদিম অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন অংশ হইতে পারে না, ইহা আকায়েদের কেতাবগুলির মর্ম। জরকানি বলিয়াছেন কোন মধ্যস্থ ব্যতীত খোদায় ইচ্ছায় (এরাদায়) হজরতের নূর সৃষ্টি হইয়াছে, এই জন্য তাঁহাকে নূরোল্লাহ বলা হইয়াছে উহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে না যে, খোদার নূরের অংশ হইতে হজরতের নূরের সৃষ্টি হইয়াছে'।

ইহা মুসলমানদিগের আকিদা যে, ব্যক্তি ইহার বিপরীত মত ধারন করে, সে ব্যক্তি মুসলমানগণের নিকট কাফের ও জিন্দিক।

এস্থলে দুইটি কথা আছে, প্রথম এই যে, যদি কেহ ধারনা করে যে, হজরত মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহো আলায় হে অছাল্লামের নূর খোদা তায়ালার নূরের অংশ, তবে খোদার অংশ থাকা সাব্যস্থ হয় ইহা কাফেরি মত। দ্বিতীয় এই যে, নূরের অর্থ আলোক, জ্যোতি, খোদা তায়ালাকে এই নূর বলা দ্বিতীয় কাফেরী।

ছামদানি সাহেব ৮০/৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ইম্বাম আহমদ রেজার যে মত ছিল, তাঁহার শাগরেদগণ সেই মত পোষন করিতেন এবং বর্তমানে বেরেলবী জামাত সেই মতের উপরে হিমালয়ের ন্যায় অটল রহিয়াছে।

উহাতে প্রমাণিত হইল যে, বাহাছের চুড়ান্ত ফলাফল নামক বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছেন, উহা আহমদ রেজার মত এবং সেই মতের উপর গোলাম ছামদানি ও তাঁহার দলের সমস্ত আলেম ও সাধারণ লোক হিমালয়ের ন্যায় অটল আছেন।

আমি মজমুয়া ফাতাওয়ায় আব্দুল হাই লাখনুবী হইতে যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে দিবা লোকের ন্যায় প্রমাণিত হইতেছে যে, জন সাধারণকে কাফেরি আকিদা শিক্ষা দিতেছেন, উহা মুছলমানদিগের আকিদার বিপরীত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে খোদার নূরের অংশ হইতে হজরতের নূরের সৃষ্টি হইয়াছে সে ব্যক্তি মুছলমানগণের নিকট কাফের জিন্দিক। এহেন বাতীল আকিদা ধারনকারী আহমদ রেজাকে বসিরহাটের আল্লামা রুহল আমিন সাহেব কখনই খাঁটী ছুন্নি বলিতে পারেন না। ফুরফুরার জামাত ঐরূপ বাতীল আকিদা কেন? কোন সন্দেহ যুক্ত বিষয়ের উপর আদৌ আমল করেন না এই জন্য এই জামায়াত খাঁটী ছুন্নি।

যদি সমস্ত শাগরেদগণের কথা বলিতেন তাহা হইলে তিনি বলিতেন তাঁহার শাগরেদগণ বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম তাঁহারা খাঁটী ছুন্নী।

প্রশ্নকারি জানিতে চাহিয়াছে আহমদ রেজা খান সাহেব কেমন লোক ছিলেন তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া কি ?

প্রশ্নকারি তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন তিনি 'কেমন লোক ছিলেন' ।

জওয়াবে ঃ—

আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন, তিনি মিলাদের কেয়াম জায়েজ বলিতেন, আমাদের অনেক মতের সহিত তাঁহার মতের মিল ছিল, এই পর্যন্ত আহমদ রেজার পরিচয় শেষে তাঁহার শাগরেদগণের সহিত তাঁহার মত পার্থক্য ছিল, সুনিশ্চিত বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম যাঁহারা খাঁটী ছুন্নি ছিলেন তাহাদের সহিত আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের যদি মতভেদ না থাকিত তাহা হইলে তিনি একথা কখনই লিখিতেন না যে, 'তাঁহার শাগরেদগণের মাধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন তাঁহারা খাঁটী ছুন্নি' । এইরূপ পৃথক করিয়া দিতেন না ।

প্রশ্নকারি আহমদ রেজা খান সাহেব কেমন লোক ছিলেন, তাঁহার মাদ্রাসায় পড়া কি ? জানিতে চাহিয়াছেন তাঁহার শাগরেদগণের অবস্থা জানিতে চান নাই ? জানিতে চাহিয়াছেন লোকটী কেমন ছিলেন ? সেখানে মৌলানা আহমদ রেজা খাঁন সাহেবের পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার শাগরেদগণের সহিত তাঁহার যে মতের মিল ছিল না । এটী পরিচয়ের একটী বিশেষ অঙ্গ । কেননা তাহার শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন তাহারা খাঁটী ছুন্নি । অর্থাৎ শাগরেদগণের মধ্যে যাঁহারা বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম তাঁহারাই খাঁটী ছুন্নি । মৌলানা আহমদ রেজা খাঁন সাহেব খাঁটী ছুন্নি ছিলেন না ।

প্রশ্নকারি জানিতে চাহিয়াছেন তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়া কি ? উহার কোন উত্তর দেন নাই তাহার কারণ এই যে, মাদ্রাসা দীনি

প্রতিষ্ঠান তথায় দীন শিক্ষা দেওয়া হয় অর্থাৎ কোরান হাদিছ তফছির, তারিখ, ফেকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি বলিতেন তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়া নিষেধ তাহা হইলে কোরান হাদিছ, তফছির ইত্যাদি পড়ান নিষেধ করা হয়, উহা জায়েজ নয়। আবার যদি আম হুকুম দেন যে তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়ান কোন দোষ নাই, তাহা হইলে অবস্থা এই দাঁড়ায় তথায় মৌলানা আহমদ রেজা খান ছাহেবের মতের উপর জোর দিয়া ছাত্রদিগকে পড়ান হয়, ফলে তাহারা পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ভুল ভ্রান্তির জন্য আলেমদিগকে অহাবি কাফের বলিয়া প্রচার করিয়া দেশে অশান্তির আগুন প্রজ্জলিত করিবে ও নানা প্রকারের পরিত্যাক্ত মত প্রচার করিয়া গ্রামে গ্রামে বাপ বেটায় ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদের আগুন ছড়াইবে, তাহাতে এসলাম দুর্বল হইয়া যাইবে।

এইহেতু মৌলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের মাদ্রাসাতে পড়া কি তাহার জওয়াব না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। ফেকহের কেতাবে এইরূপ ঘটনা আছে কোন কোন ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

১১৮৬ নং মছলাতে প্রশ্ন করা হইয়াছে ঃ— দেওবন্দ মাদ্রাছা অহাবিদের নাকি ? ও দেওবন্দ আলেমগণ এবং মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ইত্যাদির পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন এবং অহাবিদিগের উৎপত্তি কোথা হইতে — .... তিনি বলিয়াছেন দেওবন্দ মাদ্রাছা অহাবিদিগের মাদ্রাছা নহে।

যদি বলা হয় সভার মধ্যে বড় বড় আলেম আছেন, তাহাতে সভার মধ্যে আর যারা আলেম আছেন সমস্ত লোককে বোঝায় না বরং সভার মধ্যে যাহারা বড় বড় আলেম আছেন তাহা দিগকেই বোঝায়। সেইরূপ আহমদ রেজা খার 'শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় আলেম আছেন তাহারা খাঁটী ছুন্নী ছিলেন। শাগরেদগণের কথাটা পুনরায় না ব্যবহার করিয়া সর্বনাম হিসাবে তাহারা কথা বলিয়াছেন,

এতটুকু সরল বাংলা যাহাদের বুঝিবার মত জ্ঞান নাই, তাঁহারা বসিরহাট হজরতের কেতাব সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যান ইহা অষ্টম আশ্চার্য্য”।

ছামদানি ও আজিজুল হক পুনরায় ক্লাস ফাইভ হইতে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কোথায় সর্বনাম ব্যবহার হয় শিক্ষা করুন। অথবা কলেজের কোন বাংলা প্রফেছারের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন।

বসিরহাট হজরতের কথায় উহাতে আহমদ রেজা খাঁ খাঁটী ছুন্নী হইতে পৃথক হইয়া গেলেন।

তাহার ৮০ পৃষ্ঠায় ৮ লাইনের জওয়াব ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইমাম আহমদ রেজার সমস্ত মতের সহিত আপনাদের মিল থাকা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, তিনি খাঁটী ছুন্নী এবং আপনারা দূর হইতে দেওবন্দী অহাবী।

জওয়াব ঃ—

ঠিকই খোদার নূরে হজরত (ছাঃ) পয়দা হওয়া, কাফেরী আকিদা ধারনকারীদের এবং ছুন্নত অল জামায়াতের মস্তক মনি এমাম আজমের মতে জুম্মার দ্বিতীয় আজান মিম্বরের নিকট না দিয়া মছজিদের বাহিরে দরজায় দেওয়া প্রচলন করা কবরে আজান দেওয়া বেদয়াত প্রথা প্রচলন কারীর সহিত একমত হইয়া খাঁটী ছুন্নী জামায়াত হইতে খারিজ হইতে ফুরফুরার জামায়াত আদৌ রাজি নহে।

আরও শুনুন কোন দলীলের নজিরে বা কোন দলীল হইতে চিন্তা গবেষনা করিয়া মছলা বাহির করাকে এজতেহাদ বলা হয়, এই এজতেহাদ এমাম মোজাতাহেদ করিয়াছেন, তাহারা কোরআন হাদিছ হইতে মছলা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সেই মছলার

নজির ধরিয়া অথবা কোরআন ও হাদিছের মর্ম অনুযায়ী পরবর্তী জামানার বিদ্বানগণ এমন কি কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্বানগণ উহার নজির ধরিয়া মছলা আবিষ্কার করিবেন। তাহাতে ভ্রম হওয়া সুনিশ্চিত হাদিছে আছে মোজতাহেদের ভ্রমে গোনাহ নাই। এই হাদিছ কোন আলেমের অজানা নাই, আরও হাদিছে আছে 'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের ভুল ভ্রান্তি ও জবর দস্তিতে যাহা করা (খোদা) তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন'। এইহেতু আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব সমস্ত দিকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদি ভ্রমের তুল্য জ্ঞান করি'।

ফুরফুরার সিল সিলা এই নিখুঁত মতের উপর আছে এই জন্য এই সিল সিলা খাঁটী ছুন্নী।

৭৮ পৃষ্টায় লিখিয়াছেন ঃ

'পীর আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব রুহুল আমিন সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'বাবা তুমি যদি না থাকিতে তবে আসামের মুসলমানগণ ওহাবী, কাদিয়ানি, শিয়া, বেদয়াতি ও গোমরাহ হইয়া যাইত'। ধন্য পীর ও ধন্য পীরের মুরিদ। পীর ও মুরিদ প্রাণপন প্রচেষ্টা চালাইয়া বাংলা আসামে ওহাবীদের রাজত্বকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

জওয়াব ঃ—

গোলাম ছামদানি পশ্চিমবাংলায় শিয়া বেদয়াতিদের রাজত্ব মজবুত করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছেন এবং খাঁটী ছুন্নী জাময়াতকে দুর্বল করার চেষ্টা করিতেছেন।

কেননা আমরা তাহাদের শের্কে, কুফরি, জঘন্য শিয়া মতের কথা ইতি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ভুলের জন্য যদি অহাবি হইয়া যায় তাহা হইলে দুনিয়ার বড় বড় পীর মোহাদ্দেছ কেহই বাদ যাইবে না। যথা ঃ—

১। এমাম দারকুতনিকে শিয়া বলা হইয়াছে। তাজকেরাতোল হোফফাজ ৩/৯৯২ পৃষ্ঠা।

২। এমাম নাছায়িকে শিয়া বলা হইয়াছে। বোছতানোল মোহাদ্দেছিন, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৩। এমাম মালেকের উপর অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। ২০১/২০২পৃঃ

৪। এমাম শাফেয়ির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। ঐ ২০১ পৃঃ

৫। এমাম ছুফিয়ান ছওরিকে মুর্খ ও বেদয়াতি বলা হইয়াছে। তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া, ১/৪২ পৃষ্ঠা।

৬। অকিবেনেল জাব্বরাহকে শিয়া বলা হইয়াছে। মিজানোল এতেদাল ৪/৩৩৬ পৃষ্ঠা।

৭। আব্দুর রাজ্জাককে শিয়া, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ঐ কেতাবে ২/৬১০ পৃষ্ঠা।

৮। এবনো আবি হতেমকে শিয়া বলা হইয়াছে। ঐ কেতাবে ২/৫৮৮ পৃষ্ঠা।

৯। শোবাকে শিয়া বলা হইয়াছে। মিজান ২/৫৮৮ পৃষ্ঠা।

১০। ফজলবেনে দোকায়েনকে শিয়া বলা হইয়াছে। মিজান ২/৩৫০ পৃষ্ঠা।

১১। ছুফিয়ান বেনে ওয়ায়নাকে দোষারোপ করিয়াছে। মিজান ২/১৭০ পৃষ্ঠা।

ছুন্নত জামায়াতের উল্লিখিত বিদ্বানগণকি শিয়া বেদয়াতি মতের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন ?

আল্লামা রুহল আমিন সাহেব সিরাজ গঞ্জের বাহাছের ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

এইরূপ পীরান পীরের ছেরেল আছরার কেতাবের ২/৯ পৃষ্ঠায় আছে— ‚আমি খোদাকে দাড়িহীন যুবকের আকৃতিতে দেখিয়াছি’।

তারাজেমে হানাফিয়া ১৬৭ পৃষ্ঠায় আছে—

'আবুল কাছেম জারুল্লাহ জামাকশারি আকাবেরে হানাফিয়া হানাফি মজহাব অবলম্বী ছিলেন, মোতাজেলা মতে বিশ্বাসী ছিলেন'।

তারাজেমে হানাফিয়া প্রণেতা, আল্লামা জামাকশারিকে মোতাজেলা মতে বিশ্বাসি জানিয়া ও তাঁহাকে হানাফি মজহাবের আকাবেরগণের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন কেন ?

ভুলের জন্য যদি ছুন্নত অল জামায়াত হইতে খারিজ হইতে হয় তাহা হইলে দুনিয়াতে আল্লাহ ও আল্লাহর রছুল ভিন্ন কাহাকে ও নির্ভুল পাওয়া যাইবে না।

তাহা হইলে আল্লামা রুহল আমিন সাহেব দেওবন্দী আলেমগণের সহিত হানাফি মজহাবলম্বীগণের ফরুয়াত মছলায় মতভেদ আছে কিন্তু তাঁহাদিগকে হানাফি মজহাব হইতে খারিজ করা ছুন্নত অল জামায়াতের মত নহে, এই হেতু তাহাদিগকে ছুন্নী হানাফি বলিয়াছেন। যদি তিনি তাহাদিগকে অহাবী বলিতেন তাহা হইলে নিখুঁত ছুন্নত অল জামায়াতের বিপরীত কার্য্য করা হইত। সুতরাং ফুরফুরার সেল সেলা খাঁটী ছুন্নী অনুযায়ী পরিচালিত হইয়াছে। এই জামায়াত নিষ্কলুষ, নিখুঁত।

হজরত বড় পীর ছাহেব গুনিয়াতোত্তালেবীন কেতাবের ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

'রাছুল যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই ছুন্নত, রছুলুল্লাহ (ছাঃ) এঁর ছাহাবাগণ যাহার উপর একমত করিয়াছেন তাহাই জামায়াত'।

গোলাম ছামদানি মৃত আলেমগণকে গালি দিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর ছুন্নত পরিত্যাগকারী ও ছাহাবাগণের একমতে জানিত বিষয়কে অমান্য করিয়া ছুন্নত অল জামায়াত হইতে খারেজ হইলেন।

ফুরফুরার সিল সিলা ছাহাবা তাবেয়ীগণের পূর্ণ অনুসরণকারী খাটী ছুন্নী তাহারা মৃত আলেমগণকে গালি দেওয়া দূরের কথা মুসলমানের নিন্দা করা মহা পাপের কার্য্য ধারনা করেন।

ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা যে. মাওলানা রুহল আমিন সাহেবকে বলিয়াছিলেন 'বাবা তুমি যদি না থাকিতে তাহা হইলে বঙ্গ আসামের মুসলমানগণ শিয়া, কাদিয়ানি, অহাবী, বেদয়াতি হইয়া যাইত ইহা অতি সত্য কথা।

যদি ছামদানির দাদা বাঁচিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যে ইমানের নূর থাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ঐ কথার সত্যতা জ্বলন্তভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

৭৮ পৃষ্টায় আজিজুল হক দেওবন্দীকে বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকার প্রসংশা করিয়াছেন —

জওয়াব ঃ —

ছামদানি আহমদ রেজার ২য় সংখ্যার দুই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে আজিজুল হক সাহেব শয়তান আজাজিলের হাতের মানুষরূপী কলম হিসাবে ব্যবহার হইয়াছে।

আরও ৯ পৃষ্ঠায় আজিজুল হক কাসেমী সাহেব হইলেন ঃ বলিয়া বড় অক্ষরে বলিয়াছেন 'মানুষরূপী ইবলিসের কলম'। উহাতে দুইটি বিষয় পরিষ্কার ১ম ছামদানির মতে যখন আজিজুল হক আজাজিল ও ইবলিস তখন আজাজিল ও ইবলিসের অর্থ শয়তান। কাজেই শয়তানের যদি বুদ্ধি পাণ্ডিত্য না থাকে মানুষকে গোমরাহ ভ্রান্ত করিবে কি করিয়া।

দ্বিতীয় ছামদানি ঐ সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠার শিরো নামায় লিখিয়াছেন বড় বড় অক্ষরে 'দেওবন্দের আলেমগণ অবশ্যই কাফের, আরও ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—আবুল কালাম আজাদ কাফেরই ছিলেন।

নাদওয়াতুল উলামার আলেমগণ নিঃসন্দেহে কাফের'।

তাহা হইলে আজিজুল হক কাসেমী ও উক্ত কথা হইতে বাদ গেলেন না আর তিনি ছামদানির মতে শয়তান বটেই (নাউজুবিল্লাহ) উহা আমরা বলিনা এবং যদি কেহ বলে আমরা তাহার প্রতিবাদকরি।

এক্ষনে আমাদের কথা হইল এই যে, মেশকাত ৪১৪ পৃষ্ঠা।

হজরত রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন ফাছেকের প্রসংশা করা হয়। তখন প্রতি পালক আল্লাহ তায়ালা কোপান্বিত হন এবং আরশ উহার জন্য কম্পিত হয়। বয়হকি শোয়াবোল ইমান এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন।

উহাতে প্রমাণিত হইল যে, ছামদানি আজিজুল হকের প্রসংশা করার জনা আল্লাহ তাহার উপর এত রাগান্বিত যে যাহার জন্য আরশ কম্পিত হইল।

উহা খাঁটী ছুন্নীগণের মত নহে বরং সাধারণ মুছলমানের কার্য্য উহা হইতে পারে না। সাধারণ মুসলমানদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে পরহেজ করা জরুরী। অতএব প্রমাণিত হইল যে, গোলাম ছামদানি ও তাহার পূর্ববর্ত্তীগণ খাঁটী ছুন্নী নহে।

ফুরফুরার সিল সিলা উক্ত বিষয় হইতে নির্মল নিষ্কলুষ এই হেতু এই জামায়াত খাঁটী ছুন্নী। তিনি বলিয়াছেন, আবুল কালাম আজাদ কাফেরই ছিলেন, পাঠক মাওলানা যখন অসুস্থ ডাঃ গণ প্রাণ পন চেষ্টা করিতেছেন। অক্সিজেন দেওয়া আছে কিছুই ফল হইতেছে না, তখন মাওলানা আজাদ বলিয়া ছিলেন 'অক্সিজেন হঠা লো আল্লাহ কা মর্জ্জিপর ছোড়দো'। তাহার ঐ কথায় যেই অক্সিজেন খুলিয়া লইলেন অমনি এন্তেকাল করিলেন।

জমিয়তে ওলামাহিন্দের ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারী মোজাহেদে মিল্লাত মাওঃ হেফজুর রহমান সাহেব এন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে

বলিয়াছিলেন, ইয়া রফিকে আলা এই কথার পর তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হয়।

গোলাম ছামদানি কত বড় আহম্মুক একবার চিন্তা করুন মানুষকে কি প্রকারে দোজখের পথে লইয়া যাইতেছেন ।

৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—

'ইমাম আহমদ রেজার ছুন্নী শাগরেদগণের নাম কি ? তাঁহার সহিত উহাদের কি মত পার্থক্য ছিল ।

জওয়াব :—

যে যে, মতের সহিত আহমদ রেজার সহিত তাঁহার খাঁটী ছুন্নী শাগরেদগণের মতের মিল ছিল না, তাহার কয়েকটি আমি উল্লেখ করিয়াছি অন্যান্যগুলির কথা বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহল আমিন ভালভাবে অবগত ছিলেন বলিয়াই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

মকতুবাতে এমাম রব্বানি মোজাদ্দেদে আলফেছানি ১/২৩৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—

এক পীরের নিকট মুরিদ হইয়া কোন কোন কারণে অন্য পীর গ্রহণ করা জায়েজ কিনা ? এ সম্বন্ধে হজরত খাজা বাহাউদ্দিন (কোঃ) এইরূপ স্থলে অন্য পীর গ্রহণ করা জায়েজ হওয়ার সম্বন্ধে বোখারা অধিবাসী বিদ্বানগণের স্বাক্ষরিত একখানা ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।

এখন যদি কেহ বলে যে, খাজা বাহাউদ্দিন যে ফৎওয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন আলেমের দস্তখত ছিল তাঁহাদের নাম প্রকাশ করুন। ইহা যেমন নিছক অজ্ঞতার পরিচয় তদ্রূপ আহমদ রেজার যে যে, শাগরেদগণ খাঁটী ছুন্নী ছিলেন তাহাদের নাম বলুন একই প্রকার নিছক অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই নয় ।

আরও কতিপয় দেওবন্দী বলিতেছেন যাহার সহিত আজিজুল হক পূর্ণভাবে জড়িত মাওলানা রুহল আমিন সাহেব কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাছে লিখিয়াছেন কোন কোন খ্যাতনামা আলেম ও মোজতাহেদ ছিলেন তাহাদের নাম প্রকাশ করুন।

ছিরাতে হালাবিয়ার হাওয়ালায় ঐ কেতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় আছে, নিশ্চয় এমাম ছুবকির নিকট তাহার জামানার বিরাট দল আলেম সমবেত হইয়াছিলেন।

এইরূপ নজির ফেকহের কেতাবে ও ইসলামের ইতিহাসে অনেক আছে।

কেয়ামের এজমা হওয়ার জন্য নাম প্রকাশ করার কথা যেমন পাগলের প্রলাপোক্তি আহমদ রেজার খাঁটী ছুন্নী শাগরেদগণের নাম প্রকাশ করার কথা বলা একই প্রকার।

এমাম ছুবকির নিকট তাঁহার জামানার বিরাট দল আলেম সমবেত হইয়াছিলেন।

বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব বাংলা ১৩৪৬ সালে হিজরী ১৩৫৮ উক্ত ফৎওয়া লিখিয়াছেন, অর্থাৎ (আহমদ রেজা খাঁর) শাগরেদগণের মধ্যে বড় বড় আলেম আছেন, তাঁহারা খাঁটী ছুন্নী ছিলেন। তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন ১৩৫২ সালে লিখিবার পর প্রায় ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ে অখণ্ড বাংলা আসামে বহু বড় বড় আলেম ছিলেন, যাহাদের এলম ও আমলের কথা তুলনা করা যায় না, তাঁহারা নির্বিবাদে উক্ত ফৎওয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আর এখন ৫৫/৫৬ বৎসর পরে এই চুনো-পুটি ক্ষুদের কথা তাহাদের মোকাবালায় আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তিনি খাঁটী ছুন্নী এবং আপনারা দূর হইতে দেওবন্দী অহাবী।

জওয়াব ঃ—

দূর হইতে অহাবি বলিলেন এত বড় দুঃসাহস ছামদানিকে কে দিল. ফুরফুরার জামায়াত যদি অহাবি হয় তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষে খাঁটী ছুন্নী জামায়াত নাই । বেরেলবীগণ যে খাঁটী ছুন্নী নহে তাহার প্রমাণ করিয়াছি ঃ—

১ । এমাম আজম আবু হানিফা খাঁটী ছুন্নী ছিলেন মজহাব বিদ্বেষীগণ তাঁহার উপর মরজিয়া হওয়ার অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল ও বলিয়াছিল । 'আবু হানিফাকে দুইবার জিন্দিকতা (কাফেরি) হইতে তওবা করান হইয়াছিল' । এমাম দারকুতনিকে শিয়া বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে । তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ ৩/৯৯২পৃষ্ঠা ।

২ । এমাম মালেকের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, মোখতাছার জামেয়োল এলম ২০১/২০২ পৃষ্ঠা ।

৩ । এমাম নাছায়িকে শিয়া বলা হইয়াছে, বোছতানোল মোহাদ্দেছিন ১৯০ পৃষ্ঠা ।

৪ । এমাম শাফেয়ির প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে, জামেয়োল এলম ২০১ পৃষ্ঠা ।

৫ । এমাম ছুফিয়ান ছওরিকে বেদয়াতি বলা হইয়াছে, তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া ১/৪২ পৃষ্ঠা ।

৬ । তাউছকে শিয়া বলা হইয়াছে, জামেয়োল এলম ২০১ পৃষ্ঠা ।

৭ । হাকেমকে রাফেজী বলা হইয়াছে, তাজকেরাতোল হোফ্যাজ ৩/১০৪৫ পৃষ্ঠা ।

এইরূপ বহু প্রমাণ পেশ করা যাইবে যে নির্দ্দোষ বোজর্গগণের উপর অযথা দোষারোপ করা হইয়াছে ।

ছামদানি ঠিক অনুরূপভাবে ফুরফুরার জামায়াতকে অহাবি হওয়ার অপবাদ দিয়াছেন ।

আমি যে সমস্ত বোজর্গগণের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহারা প্রকৃত পক্ষে ঐ রূপ দোষে দোষান্বিত ছিলেন ? তাঁহারা কখনই ঐরূপ ছিলেন না বরং তাহারা খাঁটী ছুন্নী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার ভ্রমের জন্য ঐরূপ অপবাদ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং কাহার কাহার উপর অযথাভাবে হিংসুকগণ ঐরূপ অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অনুরূপ ফুরফুরার পীর সাহেবের উপর জৌনপুরী মাওলানা তাহার উপর কুফরী ফৎওয়া প্রয়োগ করিয়া ছিলেন। এই বিষয় লইয়া যখন ত্রিপুরা হাজিগঞ্জে মছজিদে বাহাছ হইয়াছিল তখন জৌনপুরী মাওলানা পরাজয় বরণ করিয়াছিলেন।

বসিরহাটের হজরত মাওলানা রুহল আমিন সাহেব ইসলাম সঙ্গীত ২/৩৭-৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৩৪ জন মোহাদ্দেছ, এমামগণের উপর দোষারোপ করার কথা প্রমাণসহ উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ভিন্ন অন্যান্য কেতাবে যাহা পাঠ করিয়াছি। এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ), এবনে আরাবি, বড় পীর সাহেব প্রভৃতি অলি ও কোতবগণের উপর হিংসুকেরা অযথা অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই গোলাম ছামদানি বসিরহাট হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব ও গোটা ফুরফুরার জামায়াতকে অপবাদ প্রয়োগকারী হইলেন।

আরও অপবাদ প্রয়োগকারী তাহার সমসাময়িক হওয়া চাই। বা বিশেষভাবে অবগত না হইয়া অপবাদ প্রয়োগ করা গুরুতর বিষয়। এমাম আবু হানিফা (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, অসময়ে নেতৃত্বের আশা করিলে লাঞ্ছিত হইতে হয়। আশবাওন্নাজায়ের— উল্লিখিত মোহাদ্দেছ, এমাম গওছ কুতুব অলিগণের উপর যে সমস্ত অপবাদ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহারাকি দূর হইতে ঐ সমস্ত দোষে দোষী ছিলেন, তাহা কখনই ছিলেন না। তিনি ৮১ পৃষ্ঠায়

লিখিয়াছেন, গোবিন্দপুরী সাহেব আপনার গুরুতো দেওবন্দীরা অহাবি কাফের নয় বলিয়া উহাদের বাঁচাইয়া লইয়াছেন এবং উহাদের কুফরী বাক্যগুলি 'এজতেহাদী ভুল' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরেও উহাদের গোড়ায় কি গলদ রহিয়াছে, যাহা প্রকাশ করিয়া দিলে উহারা মুখ দেখাইতে পারিবে না।

জওয়াব :—

এজতেহাদী ভ্রমে দোষী হয় না; আজিজুল হক যখন ছামদানির ন্যায় ফুরফুরার জাময়াতকে অযথা দোষারোপ ও বিশেষ করিয়া বসিরহাট হজরতের সম্বন্ধে নানা প্রকার দোষারোপ করিতেছিলেন, সেই জন্য আমি ঐ কথা লিখিয়াছিলাম যদি প্রয়োজন হয় আমি বাঁচিয়া থাকি ইনশাআল্লাহ তায়ালা তাহা প্রকাশ করার আশা রাখি।

৮১ পৃষ্ঠায় ছামদানি আমার লিখিত কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন

'আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের মত আলেম পৃথিবীতে বিরল' তরদিদ ৪৪ পৃষ্ঠা।

রুহুল আমিন সাহেবের সমসাময়িক ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ তাহাকে চিনিতেন কিনা সন্দেহ। যদি কেহ নিজের ল্যাম্পকে সূর্য বলিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহতে কাহারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই প্রকার নির্বোধেরা মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হইয়া যায়।

জওয়াব :—

গোলাম ছামদানির ওয়ালেদ ছাহেবের যখন বিয়ে হয় নাই তখন ভারতবর্ষের মক্কা মোয়াজ্জামা, মদিনা মনুওয়ারা, রেঙ্গুন, বোখারা, মিশর, সিরিয়া (শাম), ত্রিপলী, ইয়ামন ইত্যাদি স্থানের আলেমগণ হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবকে চিনিতেন ঃ

১) মাওঃ গোলাম রছুল চিস্তি মোলতাদিন ২) মাওঃ আহমদ হোসেন খান, আজমিরী ৩) মাওঃ তকি আহমদ, বিহারী ৪)

মাওঃ গোল মোহাম্মদ, খোরাছানি ৫) বেরেলীর এশায়াতোল উলুম মাদ্রাছার মোদারে'ছ মাওঃ মোহাম্মদ উল্লাহ ৬) মাওঃ সৈয়দ আমজাদ আলি ৭) মাওঃ রওশান আলি ৮) মাওঃ মতিউর রহমান ৯) মাওঃ সেকেন্দার আলি ১০) মাওঃ মোঃ আব্দুর রহমান ১১) মাওঃ আলি মোহাম্মদ ছাহেবগণ ১২) ছাহাবানুল হিন্দ মাওঃ আহমদ ছায়ীদ ছাহেব দেহলবী ১৩) মুফতি মাওঃ কেফায়েতুল্লাহ, দিল্লী ১৪) মাওঃ মুফতি আতিকুর রহমান, মুফতি, জামে মছজিদ দিল্লী ১৫) মুফতি মাওঃ রশিদ আহমদ সিদ্দিকী, লক্ষৌবী ১৬) মাওঃ আব্দুর শুকুর ফারুকী লাখনুবী ১৭) মাওঃ আব্দুল হালিম ছিদ্দিকী ১৮) মাওঃ ছোলায়মান পাঞ্জরী ইনি হুজুরকে বলিয়াছিলেন এই কয়খানা হাড় বসিয়া আছেন। আপনারা দেখিতেছেন আমার ইচ্ছা হয় হিন্দুস্থানের আলেমগণ আনিয়া তাহার হাতে বয়ত করাইয়া লইয়া যাই। ১৯) পীর মাওঃ হাফেজ সৈয়দ গোল পেশয়ারী বশিরহাটের হজরতের এন্তেকালের পর বলিয়া ছিলেন বাংলার চাঁদ ডুবিয়া গেল। ২০) শায়খোল হিন্দ মাওঃ হোছায়েন আহমদ মাদানি ২১) বোম্বে বসতি মছজিদের এমাম ছাহেব তাহার ওয়াজ শুনিয়া বলিয়াছিলেন তোমরা কোরআনের হাফেজ দেখিয়াছ, হাদিছের হাফেজ ত দেখনাই এই দেখ মাওঃ রুহল আমিন হাদিছের হাফেজ হইয়াছেন ২২) মাওঃ ছাইদ আহমদ আকবর আবাদি ২৩) মাওঃ ওছমান গনি, মোঙ্গেরী ২৪) মাওঃ আব্দুছ ছালাম, লাখনুবী ২৫) মাওঃ বদরুদ্দীন সাহেব, মক্কা শরিফ ২৬) মাওঃ আব্দুল বাকি, মদিনা মনুয়ারা। ইহা ব্যতীত বহু আলেমের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, পুস্তকের বৃদ্ধির আশংকায় তাহা করা হইল না। মিশর, শাম, ত্রিপলী, ইয়মান ইত্যাদি স্থানের আলেমগণের নাম স্মরণ না থাকার জন্য লিখিত হইল না। ছামদানি কুঙার ব্যাঙ সাগরের খবর তিনি কেমন করিয়া রাখিবেন। মক্কা শরিফে ছওলাতিয়া মাদ্রাছায় যখন ওয়াজ করিয়াছিলেন তখন কি কেবল মাত্র মক্কা শরিফের

আলেমগণ সেই সভায় ছিলেন।

যাঁহারা একই সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলেন আমরা তাহাদের জবানিতে পীর সাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত আলেম হজ্জে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের জবানিতে খোদ শুনিয়াছি পীর সাহেব কেবলা কে সভাপতি সাহেব বলিয়াছিলেন আপনি ৫ মিনিট ওয়াজ করুন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন আমি আমাশা রোগে আক্রান্ত আমার শিষ্য মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ওয়াজ করিবেন।

পীরের আদেশে ছুজুর কেবলা হজরত রুহুল আমিন সাহেব ওয়াজ আরম্ভ করিলেন। অনর্গল যখন হাদিছ বর্ণনা শুরু করিয়াছেন সভাপতি সাহেব অবাক হইয়া গিয়াছেন। আর মাঝে মাঝে সভার মধ্য হইতে ধ্বনি হইতেছে মারহাবা ইয়া বাঙ্গল। পৌনে ৪ ঘণ্টা কাল কেবল মাত্র হাদিছ বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে হাদিছের উর্দ্দু তরজমা করিয়া দিতেন। আরবের আলেমগণ সভার পর বলিয়াছিলেন এতবড় হাফেজে হাদিছ আলেম বাংলায় আছেন আমরা স্বপ্নেও ধারনা করিতে পারি নাই। এখন ছামদানি চিন্তা করুন বহিঃ দেশের আলেমগণ বসিরহাট হজরত মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে চিনিতেন কিনা।

১) পাটনার খোদা বক্স লাইব্রেরী ২) জার্মানের রাজধানী বার্লিনের লাইব্রেরী ৩) কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী ৪) বসিরহাটের মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের লাইব্রেরী। পৃথিবীতে উক্ত চারিটি লাইব্রেরী বিখ্যাত। এত অধিক সংখ্যক কেতাব পত্র অন্য কোন লাইব্রেরীতে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। উপরোল্লিখিত তিনটি লাইব্রেরীতে গিয়া লোকে কেতাব পত্র পড়িয়া আসেন, আর বসিরহাট হজরত আল্লামার কুতুবখানার কেতাবগুলি নিজে পাঠ করিতেন ও উহা হইতে দলীল উল্লেখ করিয়া বাদ প্রতিবাদ বাহাছ ইত্যাদি করিয়া প্রকাশ করিতেন।

ইহা ব্যতীত আল্লাহতায়ালা তাহাকে কোরান, হাদিছ, তফছির ফেকহ, আকায়েদ ইতিহাস, আছমায়োর রেজাল ইত্যাদিতে যে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিলেন, তাহা তিনি কৃপণের ধনের ন্যায় গচ্ছিত রাখেন নাই। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে বর্দ্ধমান ও পুরুলিয়া এবং সাঁওতাল পরগণার কিছু অংশ উত্তরে হিমালয় পর্বত, আসাম ও বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন। উক্ত জ্ঞান মুক্ত কণ্ঠে (এলহানে দাউদিতে) তাহা দান করিয়া গিয়াছেন।

এত অধিক সংখ্যক কেতাব পাঠকারি আলেমের সন্ধান আমরা জানিনা, যদি ছামদানি জানিয়া থাকেন তবে তাহার রক্ষিত কেতাবের তালিকাগুলি দিবেন।

আমি এখনও বলিতেছি, ঘোষনা করিতেছি বসিরহাট হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেবের তুল্য আলেম সে যুগে পৃথিবীতে বিরল বর্ত্তমানে নাই। আমরা বলিতেছি গোলাম ছামদানি বসির হাট হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেবকে ল্যাম্পের সহিত তুলনা দিয়া ছুন্নত অল জামায়াতকে ধ্বংসের সহায়তা করিলেন এবং আহমদ রেজাকে প্রাধান্য দিবার কারণে ইসলাম ধ্বংস করার সহায়তা করিলেন। প্রয়োজন হইলে ইনশাআল্লাহ প্রমাণ পেশ করিব।

আমি যে 'অপবাদ খণ্ডন' প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনের রদ। উক্ত বিজ্ঞাপনের শিরোনামায় আছে।

৭৮৬ চুড়ান্ত ফৎওয়া ঃ—

উহাতে আছে বিশ্ব বিজয়ী মোনাজের অদ্বিতীয় আলেমে হাক্কানি হজরত মোহাম্মদ রুহল আমিন, সাং বসিরহাট, জেলা ২৪ পরগণা।

প্রকাশক ছুন্নাতুল জামাত ঃ—

ইয়ার মোহাম্মদ শামসের আলি (সুতা হাটথানা) নাসে রুল ইসলাম, আকবর আলি, আব্দুর রশিদ (ঘাটালথানা) মেদিনীপুর ১০৭৮ পৌষ মাস।

উক্ত বিজ্ঞাপন খানা প্রচার কারিগণ বেরেলবীগণের নেতা ছামদানির উর্দ্ধতম নেতৃস্থানীয় দল তাঁহারা বশিরহাট হজরতকে 'বিশ্ব বিজয়ী' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার এলমের প্রতিভায় তাহাকে চিনিতেন।

আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের নাম বঙ্গ আসামের লক্ষের মধ্যে ৯৯৯৯৯ জন লোক তাহার নাম জানিতেন না, কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক আলেম তাহাকে জানিতেন কিন্তু তাহারা তাহাকে দেখেন নাই। যখন তিনি দেওবন্দী বড় বড় আলেমগণের উপর কাফের হওয়ার ফৎওয়া প্রচার করিলেন, অমনি হিন্দুস্থানে ও বাংলা আসামে শোরগোল পড়িয়া গেল যে কি আশ্চার্য্য ব্যপার এত বড় বড় আলেমগণকে কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া ত সহজ নয়। নাম প্রচার হওয়ার একটী সুবর্ণ সুযোগ ফুরফুরার মহামান্য পীর মোজাদ্দেদে জামান আমিরোশ শরিয়ত জনাব হজরত আবুবকর ছিদ্দিকী (রঃ) আলায়হে কাহারও প্রতি কুফরী ফৎওয়া প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধ হন নাই। তিনি ছুন্নতের পূর্ণতাবে দারী ও পরহেজগারী অবলম্বন করার জন্য। তরিকতে কঠোর পরিশ্রমের ফল কারামত প্রকাশিত হওয়ায় তাহার যশ ও গৌরব ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া সুদুর মক্কা মোয়াজ্জামা ও মদিনা মনুওয়ারা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উল্লিখিত দেশ ও স্থান সমূহের আলেম, হাফেজ,কারী, সাধারণ মানুষ তাহার পাক হস্তে বয়য়ত গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বাংলা আসামের কোন মানুষের অজানা ছিল না।

পাঠক চিন্তা করুন একমাত্র পূর্ণ খোদা ভীরুতার জন্য আপনা আপনি খ্যাতি ছড়াইয়া পড়া, আর কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নাম ছড়াইয়া পড়া কোনটী দরজায় অধিক হইবে।

'যাহারা মজহাব অমান্য করিয়া থাকে, এমামগণের মজহাব মান্য করা শেরেক বলে, তাহারা অহাবি'।

দূর হইতে অহাবি উহা কোন আকায়েদের কেতাবের কথা না গোলাম ছামদানির মুখের বুলি? কোন আলেমের ভুল ভ্রান্তির জন্য কাফের ও অহাবি না বলিলে দূর হইতে অহাবি হইতে হয় উহা কোন কেতাবে আছে? কেবল মাত্র মুখের বুলি আওড়াইলে জ্ঞানী গণের নিকট তাহার কোন মূল্যই নাই। যিনি প্রকৃত আলেম তিনি দলীলানুযায়ী কথা বলেন। আমি যথাস্থলে ইনশাআল্লাহ উহার আলোচনা করিব।

হাদিছের কানুন এই যে, এবনে ছালাহ মোকাদ্দামার ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

‘যে ব্যক্তি ইমান সহ হজরত নবি (ছাঃ কে দেখিয়াছেন এবং যিনি তাহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন তিনি ছাহাবা’।

গোলাম ছামদানি কি আহমদ রেজা খাঁর শাগরেদ কিম্বা শাগরেদের শাগরেদ, জওয়াব তিনি কিছুই নয়।

আরও একথা কোন আলেমের অজানা নাই যে, যাহারা ছাহাবা দিগকে দেখিয়াছেন ও তাহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছেন তাহারা তাবেয়ী আর যাহারা তাবেয়ীগণকে দেখিয়াছেন বা তাহাদের সঙ্গলাভ করিয়াছেন তাহারা তাবেতাবেয়ী।

এমাম এবনে ছিরিন বলিয়াছেন, নিশ্চয় এই এলম দ্বীন হইতেছে যাহার নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবে তাহার অবস্থা তদন্ত কর।

উহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আহমদ রেজা খাঁ সাহেবকে এদেশের লোক দেখে নাই। তাহার অবস্থা তদন্ত করার কোনই উপায় নাই অতএব তাহার অনুসরণ করা এদেশের লোকের পক্ষে আদৌ জায়েজ নয়। কেননা আহমদ রেজা খাঁ কি মোজাদ্দেদ আলফে ছানি, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ ইত্যাদি সাহেবগণের তুল্য সর্বজন মান্য মোজাদ্দেদ মোহাদ্দেছ ফকিহ আলেম

যে তাহার অনুসরণ এদেশের লোক করিবে।

এক্ষনে আমার প্রশ্ন গোলাম ছাগদানীর বয়স কত বৎসর, মাওঃ আহমদ রেজা খাঁ সাহেব এন্তেকাল করিয়াছেন ১৩৪০ হিজরী বর্তমান ১৪১৬ হিজরী তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মাওঃ আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের এন্তেকালের ৭৫ বৎসর পরে আহমদ রেজার মত ও পথ ধরার জন্য লোকদিগকে বলিতেছেন।

হাদিছের কানুন অনুযায়ী প্রমাণিত হইতেছে যে, গোলাম ছামদানি আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের শাগরেদ, শাগরেদের শাগরেদ কিছুই নহেন। অতএব আহমদ রেজা খাঁ সাহেব গোলাম ছামদানির নিকট তথা উভয় বঙ্গের লোকের নিকট মজহুল মস্তুর (অপরিচিত) কাজে কাজেই দেশমান্য আলেমও মোজাদ্দেদের মত পরিত্যাগ করিয়া এই অপরিচিত আলেমের অনুসরণ করা বর্তমানে আদৌ জায়েজ নহে।

কেননা দেশমান্য আলেমও মোজাদ্দেদের মতের উপর বহুযাত আলেম এক মত ছিলেন।

বসিরহাট আল্লামা হজরত মাওঃ রুহল আমিন সাহেবের কেতাব গুলি বঙ্গ আসাম সুদুর সাঁওতাল পরগণার কিছু এলাকার এমন কোন আলেম ও পরহেজগার সাধারণ মুসলমান ছিলেন না যাহারা তাহার কেতাবের খবর রাখিতেন না। বলিতে কি উক্ত কেতাবগুলি প্রায় মোতাওতানের দরজার তুল্য হইয়া আছে।

হাদিছের কানুন অনুযায়ী গোলাম ছামদানি মাওঃ আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের সঙ্গলাভ করেন নাই ও তাহাকে দেখেন নাই কাজেই তাহার কথায় আহমদ রেজার মত ধারন করা জায়েজ নয়।

‘তিনি ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ফুরফুরা পন্থীগণ আপনাদের এই সেই জগৎ বিখ্যাত রুহল আমিন সাহেব। যিনি অহাবীদের

সম্পর্কে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতঃ ধর্মদ্রোহী, গোমরাহ বলিয়াছেন এবং দেওবন্দীরা ওহাবী নয় বলিয়া গোমরাহ হইলেন কিনা ? ইসমাইল দেহলবীর তওবা সম্পর্কে রুহুল আমিন সাহেব উহা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। কোন কেতাবে তাহার তওবা নামার নকল নাই'।

জওয়াব :—

তিনি কষ্মিনকালেও দেওবন্দীগণকে অহাবী বলিয়া চিহ্নিত করেন নাই। উহা লেখকের জলন্ত মিথ্যা অপবাদ, ইসলাম দর্শনের ঐ প্রবন্ধের লেখক মৌলবী মীর আব্দুল গনি সাহেব উক্ত পত্রিকা আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের ইসলাম প্রচার সমিতির তত্বাবধানে পরিচালিত। পাঠক কোন পত্রিকার বিভিন্ন লেখকের লিখিত বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে. ঐ প্রবন্ধ বসিরহাট হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ নহে।

উহা গোলাম ছামদানির জলন্ত মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা কথা বলা তাহার স্বভাব।

তিনি ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

এতদ সত্বেও যাহারা অপবাদ ছড়ায়, তাহারা নিঃসন্দেহে শয়তানের শিষ্য।

তাহার কথা অনুযায়ী বসিরহাট আল্লামা রুহল আমিন সাহেবের নামে তিনি জলন্ত মিথ্যা অপবাদ ছড়াইতেছেন কাজেই তিনি নিঃসন্দেহে শয়তানের শিষ্য হইবেন কিনা ?

যাহাদের নিকট উক্ত সংখ্যা ইসলাম দর্শন পত্রিকা আছে তাহারা পড়িয়া দেখিলে আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

ইসলাম দর্শন ঐ সংখ্যায় ৭২ পৃষ্ঠায় টীকার সম্পাদক সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'মাওলানা ইসমাইল সাহেব শেষ জীবনে উক্ত

কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তওবা করিয়াছিলেন। 'সম্পাদক' মাওলানা ইসমাইল সাহেবের তওবার কথা প্রকাশিত হইয়াছে বাংলা ১৩২২ সালে ফাল্গুন মাসে, ১৩৩৪ হিজরী রবিওস সানি মাসে আজ ১৪১৬ হিজরী বাংলা ১৪০২ সাল তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় ৮০ বৎসর পরে ছামদানি মাওলানা ইসমাইল সাহেবের তওবা নামা তলব করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় আর কি হইতে পারে? কেননা সেহ সময় গোলাম ছামদানির ওয়ালেদের জন্ম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আরও প্রায় ৮০ বৎসর অখণ্ড বঙ্গ ও আসামে কোন বেরেলবী আলেম ছিলেন না, যদি স্বীকার করিয়া লই যে, ছিলেন তাহা হইলে তাহারা মাওলানা এছমাইল সাহেবের তওবা করার কথা জানিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই কেন?

পাঠক আরও দেখুন কত বড় ধোকাবাজ সত্য গোপনকারী কেননা 'অভিশপ্ত মজহাব' হইতে ইসলাম দর্শনের উক্ত সংখ্যা হইতে বসিরহাট হজরতের নামে যে মিথ্যা অপবাদ উল্লেখ করিয়াছেন 'ইসলাম দর্শন' ঐ প্রবন্ধের টীকায় সম্পাদক সাহেব মাওলানা ইছমাইল শহিদ সাহেবের তওবা করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাহা তিনি বেমালুম হজম করিয়া দিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক ধোকাবাজ আর কাহাকে বলা যাইবে।

আরও শুনুন মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সাহেব জেহাদে শহিদ হন ও তাহার খলিফা মাওলানা এছমাইল সাহেব ও শহিদ হন। যে সময়ে তাহারা উভয়ে শহিদ হন তাহার পূর্বে মোজাদ্দেদ ছাহেবের মলফুজাত ছেরাতে মোস্তাকিম কেতাব খানা মাওলানা ইসমাইল শহিদ সাহেব তাহার নিকট মুরিদ হইয়া উহা লেখেন এবং তিনি তরিকত পন্থী হন।

অহাবিগণ তরিকত মানে না যদি তিনি অহাবি হইবেন মোজাদ্দেদ ছাহেবের মলফুজাত তরিকতের গুপ্ত তত্ত্বে কেমন করিয়া জ্ঞান

লাভ করিলেন।

যাহাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ খোদার ভয় আছে তাহারা তওবা করার পরে নিন্দাবাদ করিতে পারেন না।

তিনি ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

'হুজুর সাল্লাল্লাহো আলায়হে অসাল্লামের পবিত্র এলমকে জানোয়ারের ইলমের সহিত করা .... ইত্যাদি বলা যদি অপরাধ ও কুফরী না হয়, তাহা হইলে কোন কর্ম ও কোন কথা কুফরী হইবে? জগৎ বিখ্যাত আলেমগণ যখন এ সমস্ত কথার কারণে থানবী গাঙ্গোহী ও খলিল আহমদ আম্বেহাটিকে কাফের মোরতাদ বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছিলেন. তখন রুহুল আমিন সাহেব কোথায় ছিলেন? কেন তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই? কুফরের ফৎওয়ায় নেকামো চলে? হয়ত বলিয়া তিনি ন্যাকামো করিয়াছেন কেন?

জওয়াব ঃ—

১৩০৯ হিজরী বাংলা ১২৯৫ কি ১২৯৬ সালে আহমদ রেজা খাঁন সাহেব কুফরী ফৎওয়া দিয়াছিলেন। উহা প্রচার হওয়ার পর বাংলা ১৩০৮ সাল হইতে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়।

আমিরোশ শরিয়ত মোজাদ্দেদে জামান ফুরফুরার মহামান্য পীর সাহেবের ছুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করার কারণে ও আকায়েদ সম্বন্ধে খাঁটী ছুন্নত অল জামায়াতের অনুসরণ করার জন্য বঙ্গ আসাম হইতে আহমদ রেজা খাঁন সাহেবের কাফেরী ফৎওয়া পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল অদ্যবধি পঙ্গুবস্থায় রহিয়াছে। গোলাম ছামদানি উহার চিকিৎসা করিয়া উহাকে সোজা করার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা কার্য্যকরী হইতেছে না ইনশাআল্লাহ হইবে না।

পঙ্গু অবস্থায় থাকার পর বাংলা ১৩৩০ সালে উহার চুড়ান্ত প্রতিবাদ হওয়ায় অদ্যবধি সেই অবস্থায় রহিয়াছে।

কেননা এটা কাহারও অজানা নাই যে, কোন অঙ্গ বহুকাল যাবত পঙ্গু বা অচল অবস্থায় থাকিলে তাহা আর কোন চিকিৎসায় ফলদায়ক হয় না।

আরও একটী কথা যাহা অস্বীকার করা যায় না। উহা এই যে শয়তান যখন মানুষকে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টা করে তখন সে মানুষকে এমন অসৎপথ প্রদর্শন করে তাহা মানুষের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয় কিন্তু তাহার ভিতর যে অসৎ ক্রিয়া আছে সাধারণ মানুষ কেন অনেক আলেমও তাহা ভেদ করিতে পারে না। যাহার ফলে তাহারা দোজখে যাইবার সম্বল দুনিয়া হইতে সঞ্চয় করিয়া লইয়া থাকে।

আলমগিরী ২/২৮০ পৃষ্ঠা।

'যদি একটী মছলাতে কোফর সম্প্রমান করে এইরূপ কয়েকটি এহতেমাল (লক্ষণ) থাকে এবং ইসলাম সম্প্রমান করে এইরূপ একটি লক্ষণ থাকে, তবে মুফতির পক্ষে ইসলামের দিকে ঝুকিয়া পড়া (অর্থাৎ কাফের না বলা) লাজেম (ওয়াজেব)। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে'।

শরহে ফেকহে আকবর ১৯৯ পৃষ্ঠা।

'নিশ্চয় বিদ্বানগণ উল্লেখ করিয়াছেন, কোফর সংক্রান্ত মছলা এই যে, যদি উহার ৯৯টী কোফরের লক্ষণ থাকে এবং কাফের না হওয়ার একটী লক্ষণ থাকে, তবে মুফতি ও কাজির পক্ষে কাফের না হওয়ার লক্ষণের উপর আমল করা উচিৎ। কেননা একজন মুসলমানকে নষ্ট করিতে (অর্থাৎ ভুল করিয়া ইসলাম থেকে খারিজ) করা ভুল করা অপেক্ষা সহস্র কাফেরকে বাকি রাখা সমধিক সহজ'।

অর্থাৎ কোন মুসলমানের মধ্যে যদি ৯৯টি কারণ কাফের হওয়া প্রমাণ করে এমন লক্ষণ সমূহ থাকে আর যদি ইমান থাকা একটাই

লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ফৎওয়া দাতা মুফতি ও কাজির পক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে মোসলমান বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া উচিৎ কেননা একজন মুসলমানের উপর ভুল করিয়া কাফেরি ফৎওয়া দিয়া তাহাকে নষ্ট করার চেয়ে হাজার কাফেরকে বাকি রাখা সহজ। কেননা একজন মুসলমানকে কাফেরি ফৎওয়া দিয়া তাহাকে এসলাম থেকে বাহির করা কঠিন।

আল্লামা রুহল আমিন সাহেব ছুন্নত অল জায়ায়াত অনুযায়ী আহমদ রেজা খাঁ সাহেব যে দেওবন্দীগণকে কাফেরি ফৎওয়া দিয়াছেন তাহা সমর্থন করেন নাই। ইহাই ফুরফুরার সেল-সেলার খাঁটী ছুন্নী হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

গোলাম ছামদানি যদি বলেন যে, ১০০০ (হাজার) আলেম উক্ত ফৎওয়ায় দস্তখত করিয়াছেন, আমরা বলিব এক হাজার কেন দুনিয়ার সমস্ত দায়িত্ব সম্পন্ন আলেম অকাট্য প্রমাণ বাতীত কাফেরী ফৎওয়া দিতে পারেন না। আরও উহা ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী হইল না।

কেননা ফেকহে আকবর ছুন্নত অল জামায়াতের আকায়েদ ও তদানুযায়ী লিখিত কেতাব। আর আলমগিরীতে যে খোলাছা কেতাবে হাওয়ালা দেওয়া আছে উহা হানাফী মজহাবের মত এমাম আজম আবু হানিফার মত। আলমগিরী খোলাছা ও শরহে ফেকহে আকবরের ফৎওয়া কি বেকার অবস্থায় কেতাবেই লিখিত থাকিবে।

মাদারেজোন নবুয়ত ১/১৪৯ পৃষ্ঠা।
শরহে ফেকহে আকবর ১৯৯ পৃষ্ঠা।

হাদিছ (নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা) আমার উম্মত হইতে ভ্রম, বিস্মৃতি ও বল প্রয়োগ বিষয়ের দোষ লোপ করিয়া দিয়াছেন। আহমদ, এবনো হাব্বান, হাকেম ও এবনো মাজা উহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

শারহে ফেকহে আকবর ১৯৯ পৃষ্ঠায় আছে।

'একজন মুসলমানের উপর ভুল করিয়া কাফেরি ফৎওয়া দিয়া তাহাকে নষ্ট করার চেয়ে হাজার কাফেরকে বাকি রাখা সহজ'।

উক্ত কথা বলার পরই উল্লিখিত হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—হাদিছে আছে 'আমার উম্মতের উপর হইতে ভ্রম বিস্মৃতি ও বল প্রয়োগ সম্ভুত দোষ লোপ করিয়া দিয়াছেন'। উহা কোন ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি যাহাতে গোনাহ হয় না যে সম্বন্ধে উক্ত হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ভ্রম বিস্মৃতি উহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য যাহা মোজতাহেদের ভ্রম বিস্মৃতি কেননা মোজতাহেদ এজতেহাদে যদি ভ্রম করিয়া থাকেন তাহাতে গোনাহ হয় না।

এই হেতু বসিরহাটের হজরত আল্লামা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন যে, 'আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারনা করি'। কেননা একজন মুসলমানকে বিশেষতঃ একজন আলেমকে কাফেরী ফৎওয়া দিয়া তাহাকে নষ্ট করা (ইসলাম থেকে খারিজ করিয়া দেওয়া) হাজার কাফেরকে বাকি রাখা সহজ অর্থাৎ তাহাকে কাফেরী ফৎওয়া দিয়া ইসলাম থেকে বাহির করা কঠিন বিষয়।

আর উহা ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী ফৎওয়া এই হেতু বসিরহাট হজরত আল্লামাকে ছুন্নত অল জামায়াত উক্ত কথা লিখিতে বাধ্য করাইয়াছে যে, 'আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারনা করি'।

উহাতে প্রমাণিত হইল যে ফুরফুরার সিল সিলার মত ও পথ খাঁটী ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী পরিচালিত, পক্ষান্তরে বেরেলী জামায়াত খাঁটী ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী পরিচালিত নয়।

কেননা ভুল ভ্রান্তির জন্য মুসলমানকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া প্রচার করা ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী মত নয়।

পাঠক আরও শুনুন, 'হজরত আয়েসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রছুল ছাল্লাল্লাহো আলায় অছাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করিও না, কেননা সে স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছে। ছফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের নিকট কেহ কোন মৃত লোকের দোষ সমূহ প্রকাশ করিতেছিল। ইহা শুনিয়া নবি (ছাঃ) আলায়হে অছাল্লাম বলিলেন, মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিলে তাহার ভাল কাজ গুলির কথা উল্লেখ করিও।

হজরত আয়শা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের নিকট শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন, মৃত ব্যক্তির ভাল কাজগুলি ব্যতীত অন্য কিছুরই আলোচনা করিও না। সে বেহেস্তি হইলে তুমি পাপী হইবে। আর সে দোজখী হইলে উহাই তাহার জন্য যথেষ্ঠ। (বোখারী, নাছায়ী, আবু দাউদ, তেরমেজী, এবনো আবি, দ্দুনিয়া এবনো আবিদ্দুনিয়া)।

মেরকাত ২/৩৬১ পৃষ্ঠা।

'নবি করিম (ছাঃ) আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ৃতদিগকে গালি দিও না, অর্থাৎ অভিসম্পাত ও গালি গালাজ রিও না যদিও তাহারা বদকার অথবা কাফের হয়। যতক্ষন পর্যন্ত াহার মৃত্যু কুফরী অবস্থাতে হইয়াছে উহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া া যায়। যেমন ফেরাউন, আবু জেহেল ও আবুলাহাব ইত্যাদিদের ত'।

পাঠক উহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ফেরাউন, আবু জহেল, আবু লাহাব ইত্যাদি কাফেরগণ যেরূপ কাফেরী অবস্থায় হ দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে, মাওঃ গাঙ্গুহি মাওঃ থানুবী মাওঃ লিল আহমদ ইত্যাদিগণ কি ঐরূপ অবস্থায় এন্তেকাল করিয়াছেন, াউজোবিল্লাহ। লিখিতে লেখনি কাঁপিয়া যায়।

উহার কোন অকাট্য প্রমাণ কি ছামদানি তাহার দলীয় আলেমগণ পাইয়াছেন।

আমরা ইতি পূর্বে মাদারেজুন্নবুয়ত ১/১৪৯ পৃষ্ঠা ও শরহে ফেকহে আকবর ১৯৯ পৃষ্ঠা হইতে হাদিছ উল্লেখ করিয়াছি 'আমার উম্মতের উপর হইতে ভ্রম বিস্মৃতি ও জবরদস্তি অব্যহতি প্রদান করিয়াছেন'।

মছলার জওয়াব দিতে, কারণ আবিষ্কার করিতে ও মন্তব্যে ভ্রম করিয়াছেন। ঐরূপ ভ্রমে কাফেরি ফৎওয়া দেওয়া ছুন্নত অল জামায়াতের অনুরূপ মত নয়।

আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে হাদিছ শরিফে আছে যদি কেহ কাহাকে কাফের, ফাছেক ইত্যাদি বলে আর যদি সে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে তাহা না হয় তাহা হইলে যে ব্যক্তি বলে সে কাফের, ফাছেক ইত্যাদি হইয়া যায়।

এই সমস্ত কারণে ফুরফুরার জামায়াত আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের দেওবন্দী আলেমগণের উপর কাফেরি ফৎওয়া দেওয়ার উপর আমল করেন না।

ছামদানি মৃত আলেমগণের উপর কাফেরি ফৎওয়া প্রচার করাতে জন সাধারণকে কুফরির পাপে ও দোজখের দরজায় লইয়া যাইতেছেন।

কেননা মৃতকে গালি দেওয়া হাদিছ অনুযায়ী কঠোর নিষেধ আর ছামদানির অনুসরণকারি সাধারণ লোক দেওবন্দী বড় বড় আলেম তথা ঐ জামায়াতের আলেমগণকে ঘৃনা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেছেন। পক্ষান্তরে দেওবন্দী সাধারণ লোক ছামদানির দলীয় আলেমগণকে অনুরূপ চক্ষে দেখিয়া কুফরি ও গোনাহ কবিরাতে লিপ্ত হইতেছে।

আর গোলাম ছামদানি আল্লাহতালার সহিত যুদ্ধ করার জন্য

প্রস্তুত হইয়াছেন ইহা খোদার শত্রুর কার্য্য কেননা খোদাতায়ালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সহিত শত্রুতাভাব পোষন করে. আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সংবাদ দিতেছি ।

হাদিছ হুজুর (ছাঃ) বলিয়াছেন, একদল লোক তোমাদিগকে দোজখের দরওয়াজার দিকে ডাকিবে তাহাদের ডাকে যারা সাড়া দিবে তাহারা আজাবে গ্রেপ্তার হইবে । ছাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা কিরূপ লোক হইবে হুজুর (ছাঃ) বলিলেন তাহারা আমার চামড়া পরিহিত আমার মত কথা বার্ত্তা বলিবে অর্থাৎ তাহারা আলেম হইবে ।

ছামদানি মৃত আলেমদিগের উপর কাফেরি ফৎওয়া প্রচার করিয়া সাধারণ লোককে দোজখের দরওয়াজায় লইয়া যাইতেছেন ।

ফুরফুরার জামায়াত ঐ ফৎওয়া বিশ্বাস করিতে সম্পূর্ণ নারাজ এই হেতু এই সিলসিলা সমস্ত দিক দিয়া হাদিছ ও ছুন্নত অল জামায়াতের পূর্ণ অনুসরণকারী খাঁটী ছুন্নি। পক্ষান্তরে বেরেলী জামায়াত খাঁটী ছুন্নী হওয়া অন্তরায় রহিয়াছে ।

ছামদানি ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ।

'পীর আবু বাকার সিদ্দিকী সাহেব রুহুল আমিন সাহেবকে বলিয়াছিলেন ['বাবা তুমি যদি না থাকিতে তবে বঙ্গ আসামের মুসলমানগণ ওহাবী, কাদিয়ানি, শিয়া, বেদয়াতি ও গোমরাহ হইয়া যাইত' । ধোকা ভঞ্জন পৃষ্ঠা ৩৫ । ধন্য পীর ও ধন্য পীরের মুরিদ । পীর ও মুরিদ উভয়েই প্রাণপন চেষ্টা চালাইয়া বাংলা আসামে ওহাবীদের রাজত্বকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । আবার বলিতেছেন, বাবা তুমি না থাকিলে সবাই ওহাবী হইয়া যাইত । দেওবন্দীরা যদি ওহাবী না হয় এবং আহলে হাদিছরা যদি ফুরফুরাবীদের ভাই হয়, তাহা হইলে রুহুল আমিন ছাহেব ওহাবী নামের জন্তু জানওয়ারের সহিত ডজন খানেক বাহাছ করিয়াছিলেন সেই জানওয়ারগুলি ভারত বর্ষের কোন জঙ্গলে থাকে ? চিড়িয়া খানায়

ওহাবী নামের কোন জানওয়ার দেখা যায় না।

জওয়াব ঃ—

যাহারা মজহাব মান্য করেন তকলিদে শাখছি করেন নামাজে রফাইয়াদায়েন করার প্রতিবাদ করিয়াছেন। হানাফী মজহাবের মত প্রকাশ করিয়া অহাবীদিগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়া ছুন্নত বলিয়াছেন ও উহার উপর আমল করিয়া থাকেন, এলমে তাছাওয়াফ মানেন ও তদানুযায়ী আমল করেন। আজানের পর অছিলার দোয়া পড়িয়া থাকেন। হজ্জের পর মদিনা শরিফের জেয়ারত ও হুজুর (ছাঃ) এঁর কবর শরিফ জেয়ারত করা মহা ছওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এলমে ফেকহ শিক্ষা করিয়া থাকেন ও এমাম আজম আবু হানিফার মত অনুযায়ী আমল করিয়া থাকেন ইত্যাদি যদি তাহারা অর্থাৎ দেওবন্দী আলেম গণ অহাবী হন তাহা হইলে পৃথিবীতে হানাফী মজহাবের অস্তিত্ব খুজিয়া পাওয়া যাইবে না।

উপরোল্লিখিত মতগুলি দেওবন্দী আলেমগণ মানেন ও উহার উপর স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন এই হেতু বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব তাহাদিগকে ছুন্নত অল জামায়াত বলিয়াছেন।

বেরেলীগণ আল্লাহর নূরে হুজুর (ছাঃ) পয়দা হইয়াছেন। শেরেকী, কুফরি মত প্রচার করিতেছেন।

কবরে আজান দেওয়া বেদয়াত প্রথা চালু করিতেছেন।

জুমার দ্বিতীয় আজান হানাফী মজহাবের এজমা অনুযায়ী মেম্বরের নিকট দেওয়া এযাবতকাল আমল হইয়া আসিতেছে। বেরেলীগণ উহার বিপরীত মত প্রচার করিতেছেন যে, মছজিদের বাহিরে দরজায় আজান দিতে হইবে। বাহারে শরিয়ত ৪/৩২ পৃষ্ঠায় হজরত আলি (রাঃ) কে মাওলা বলা হইয়াছে।

হজরত আলিকে শিয়ারা মাওলা বলিয়া থাকেন উহা শিয়াদের আমল।

এক্ষনে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি কিনা যে, বেরেলীগণ শিয়া, কেননা শিয়াদের মুল মন্ত্র হজরত আবুবকর ওমারের উপর আলির শ্রেষ্ঠতঃ প্রদান করা। এই জন্য তাহারা হজরত আলিকে মাওলা বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ছামদানিও শিয়া হইয়া গেলেন নাকি। হজরত রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লামের কতক ছাহাবা মোরতাদ্দ হইয়া গিয়াছিল তাহাতে হুজুর (ছাঃ) এর নবুয়তের কোন ক্ষতি হইয়াছে ?

এমাম আজম আবু হানিফার কতক শিষ্য মরজিয়া হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে কি হানাফি মজজাবের কোন ক্ষতি হইবে ?

নকশবন্দিয়া তরিকার পীর হওয়ার দাবি করিয়া উচ্চস্বরে জেকের করিয়া থাকে। বেগানা স্ত্রীলোকের খেদমত লইয়া থাকে, মাথা নিচু করিয়া পায়ে চুমা দিয়া থাকে, উহাতে খাজা নকশবন্দী ছাহেবের তরিকার ক্ষতি হইবে ?

কাদরিয়া, চিশতিয়া তরিকার পীর হওয়ার দাবি করিয়া যদি কাওয়ালি ছামা, গোর ছেজদা লম্বা চুল রাখা স্ত্রীলোকদিগকে লতিফা দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে খাজা আজমিরী ও গওছে পাকের তরিকার কোন ক্ষতি হইবে ?

মোজাদ্দেদিয়া তরিকার পীর হওয়ার দাবি করিয়া যদি হুজুর (ছাঃ) এর ছুন্নতের খেলাফ করে বেদয়াতে হাছানা বলিয়া কিছুই নাই, মৌলুদ শরিফ পাঠ বেদয়াত ইত্যাদি বলে তাহাতে কি উক্ত তরিকা প্রবর্তকের কোন ক্ষতি হইবে বা হইয়াছে। অথবা তাহার মোজাদ্দেদিয়া তরিকার কোন ক্ষতি হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলিতে নবুয়ত, মজহাবের ও তরিকার যদি

কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে তাহা হইলে ফুরফুরার সেলসেলার যদি কেহ উক্ত সেলসেলার বিপরীত কোন কথা বলে তাহাতে ফুরফুরার কোনই ক্ষতি হইবে না ।

কেননা ফুরফুরার সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতা মোজাদ্দেদে জামান আমিরোশ শরিয়ত আফতাবে শরিয়ত মাহতাবে তরিকত যিনি জীবনে ছুন্নতের এক চুল পরিমাণ বিপরীত কার্য্য করেন নাই । সুতরাং তাহার সেলসেলার কোনই ক্ষতি হইবে না ।

ফুরফুরার সেলসেলার কার্য্যকলাপ শরিয়ত পালন ছুন্নতের তাবেদারি ও পরহেজগারি দেখিয়া যোগ্য আলেমগণ তাহার পবিত্র হস্তে বয়য়ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন ।

এমাম আজম খারেজীদের সহিত বাহাছ করিয়াছিলেন । এমাম আহমদ বেন হাম্বল মোতাজেলাদিগের সহিত মোকাবালায় জীবন দিয়াছিলেন ইত্যাদি ।

এমাম এবনে জওজী বেদয়াতিদের তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাদের মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

গওছে পাক বড় পীর সাহেব সমস্ত বেদয়াতিদিগের পরিচয় দিয়াছেন ও তাহাদের সহিত ছুন্নত অল জামায়াতের লোকেরা কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন ।

এবনে হাজার হায়ছমি এবনো তায়মিয়ার কুমতগুলি বর্ণনা করিয়াছেন । যে সমস্ত এমাম ও আলেম বেদয়াতি ফেরকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের কেহই বেদয়াতিদিগকে গালি গালাজ করেন নাই । আমরা এখন দেখিতেছি বেরেলীর খাতায় উদয় হইয়া ছামদানি ওহাবিদিগকে গালি গালাজ করিয়া নিজের জবানকে কলুষিত করিতেছেন । কেবলমাত্র তাহাই নহে হিংসায় জ্বলিয়া যাইতেছেন

আর ইহা কোন আলেমের অজানা নাই যে, মুছলমানকে গালি

দিলে ফাছেক হইয়া যায়। কাজেই ছামদানি যে একজন ফাছেকে মোলেন তাহাতে সন্দেহ নাই শরিয়ত সম্বন্ধে ফাছেকের কথা গ্রহণ যোগ্য নয়।

ফুরফুরার সেলসেলা ঐরূপ দোষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিষ্কলুষ।

৭৮ পৃষ্ঠা।

" .... মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব বেরেলবীদিগকে খাঁটী আহলে ছুন্নত বলিয়াছিলেন। অতএব দেওবন্দীদের আহলে ছুন্নত বলা তাহার মারাত্মক ভুল হইয়াছে। কারণ বেরেলবীদিগের সহিত দেওবন্দীদের মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে।'

জওয়াব ঃ—

দেওবন্দী আলেমগণ যে মছলাগুলিতে দুনিয়ার বিরাট ছুন্নি আলেমগণের বিপরীত মত ধারন করিয়াছেন, সেই মছলাগুলি ফুরফুরার জামায়াতের মতানুযায়ী এজতেহাদি ভ্রমের তুল্য, এজতেহাদি ভ্রমে গোনাহ হয় না ইহাই দুনিয়ার ছুন্নত অল জামায়াতের মতানুযায়ী হইল,। এই হেতু বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব কাফের বলেন নাই। বেরেলীদের সহিত দেওবন্দীদিগের মৌলিক বিষয়ে মতভেদ থাক আর নাই থাক সে বিষয়ে ফুরফুরার জামায়াতের দেখার কোনই প্রয়োজন নাই।

কেননা দেওবন্দী আলেমগণ মছলার জওয়াব দিতে গিয়া তাহকিকের ভুল করিয়াছেন চিন্তা ধারার ভুল হইয়াছে সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে বেরেলীগণকে যে স্পষ্টতঃ সমস্ত কুফরী শেরেকি বেদয়াত এজমা ও তাওয়ারোদের খেলাফ এবং শিয়ায়ী অনুকরণ করিয়াছেন। তাহাতে তাহাদের উল্লিখিত মতগুলিকে এজতেহাদি ভ্রম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। তবে তাহাদের যে ভুল হইয়াছে সে ভুলের জন্য তাহাদিগকে ছুন্নত অল জামায়াত হইতে খারিজ করা যায় না।

ফুরফুরার সেলসেলার অনুসরনকারীগণ দেওবন্দী আলেমগণের এজতেহাদি ভ্রম জনিত মছলাগুলির উপর আমল করেন না। বেরেলীগণের শেরক কুফরী, বেদয়াত, এজমা তাওয়ারোছের বিরুদ্ধাচরন করা, শিয়ায়ী অনুকরন করা হইতে ফুরফুরার সিলসিলার অনুসরনকারীগণ বহু দূরে পলায়ন করিয়া থাকেন।

এই জন্যই ফুরফুরার জামাত সমস্ত দিক দিয়া ভারতবর্ষে খাঁটী ছুন্নি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব এই সেলসেলার মুখপাত্র ও মোজাদ্দেদে জামানের সর্ব প্রধান খলিফা। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ এই যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ফুরফুরার মোজাদ্দেদে জামানের বহু সহস্র খলিফা থাকিতে উক্ত সিলসিলার সম্বন্ধে যে কোন আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদের কথা উঠিলেই একমাত্র আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবেরই নাম সেখানে উঠিয়া থাকে কেননা উক্ত সেলসেলার উপর বেদয়াতিও ছুন্নতের খেলাফকারীগণ যত প্রকারের দোষারোপ করিয়া ছিলেন, তৎসমস্তের প্রতিবাদ তিনিই করিয়া সেলসেলার নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়া বিরুদ্ধবাদিদিগের জবান বন্ধ করিয়াদিয়াছিলেন।

বেরেলীগণ দেওবন্দী মৃত আলেমগণকে কাফের অহাবি ইত্যাদি বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন, দেওবন্দীগণ বেরেলী আলেমগণকে বেদয়াতি মিথ্যা অপবাদকারি ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতেছেন।

হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব যাঁতার মাঝখানে যে খোটা থাকে ঐ খোটার গোড়ায় যে ডাল থ্যকে উক্ত ডাল যেমন নিরাপদে থাকে সে কখনও পিষিয়া যায় না বা পিষিয়া যাওয়ার কোনও সন্দেহ থাকে না। আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব তদ্রূপ খোটার গোড়ায় মাঝখানে নিরাপদে আছেন। পিষিয়া যাওয়ার কোনই সন্দেহ নাই, পক্ষান্ততে বেরেলী দেওবন্দী উভয়ে পেষা-পেষী করিয়া মরিতেছে।

৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, স্বয়ং রুহুল আমিন সাহেব ও কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহসে থানুবী সাহেবের কাফেরের ফৎওয়া উদযাপন করিয়া ছিলেন কেন ? বাহাছে জয় লাভ করিবার জন্য রুহুল আমিন সাহেবের দ্বিমুখী মোনাফেকী নীতি অনুসরণ করিতে হইলে ইসলামের একটি বিরাট অধ্যায় বাদ পড়িয়া যাইবে ।

জওয়াব :—

বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ আলেম আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের 'দ্বিমুখী মোনাফেকী নীতি' এই কথা কেহই বলিতে পারেন নাই. বিশেষ করিয়া নোয়াখালি যেখানে আলেমের খনি চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিং, বগুড়া, রংপুর, পাবনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা, দীনাজপুর, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্দ্ধমান, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণা ও আসাম ইত্যাদি স্থানের আলেমগণ কেহই বসিরহাট হজরত আল্লামাকে ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই । তাহার এলম, পরহেজগারি ও কামালিয়তে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন । এহেন একজন জবর দস্ত অদ্বিতীয় আলেমের শানে অতবড় বেয়াদবি মূলক ভাষা ব্যবহারকারী রছুল (ছাঃ) এর হাদিছ অনুযায়ী নিজেই মোনাফেক হইলেন । উহা সর্ববাদিসম্মত মত কাজেই মোনাফেকের কথা আদৌ বিশ্বাস যোগ্য নয় ও তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াজেব । এসলামের একটি বিরাট দিক বাদ পড়িয়া যায় নাই বরং সন্দেহ যুক্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস করিয়া কুফরি ফৎওয়া দিলে মূল ইসলামকে ধ্বংস করা হইবে ।

দ্বিতীয় ভুল ভ্রান্তির জন্য কাফেরী ফৎওয়া প্রয়োগ করিলে দুনিয়ায় কেহ মুসলমান থাকিবে কিনা সন্দেহ ।

কিশোর গঞ্জের বাহাছ ৫৫/৫৬ পৃষ্ঠা ।

মাওলানা আশরাফ আলি থানুবী ছাহেব হেফজুল ঈমান

কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

'নবী (ছাঃ) এর গায়েব জানার অর্থ কতক গায়েব, কিম্বা সমস্ত গায়েব যদি কতক এলমে গায়েব অর্থ হয়, তবে নবী (ছাঃ) এর বিশেষত্ব কি আছে ? এইরূপ এলমে গায়েব জয়েদ ওমার, বরং বালক, উন্মাদ, বরং সমস্ত পশু চতুষ্পদে আছে। আর যদি সমস্ত এলমে গায়েব অর্থ ও আকলি তবে ইহার বাতীল হওয়া নকলি হয় দলীল কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে।

এস্থলে মাওলানা থানাবী ছাহেব জয়েদ, ওমার, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা অহি, এলম ও কাশফ কর্তৃক যাহাকে সমস্ত আছমান জমি, ভূত, ভবিষ্যতের প্রাচীন ও পরবর্ত্তীদিগের এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার এলমের সহিত উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়ায় তাহার অবজ্ঞা ও অবমাননা করা হইল কিনা ? এজন্য হিন্দুস্থানের আলেমগণ তাহার উপর যে ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্বৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব হেফজুল ঈমানের বর্ণনা উল্লেখ করিয়া অবজ্ঞা ও অবমাননার কথা বলিয়াছেন, এজন্য হিন্দুস্থানের আলেমগণ তাহার উপর যে ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কেননা উক্ত ফৎওয়া প্রচার করার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমরা ঐ ফৎওয়ার উপর আমল করি না সেই জন্য বলিয়াছেন। উহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

অবজ্ঞা ও অবমাননার কথা বলিলেন ফৎওয়াটি কি তাহা প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। একথা কেন বলিলেন, তাহার একমাত্র কারণ হইতেছে এই যে, অবজ্ঞা ও অপমাননা ঠিক কিন্তু সেটা ভুল বশতঃ লিখিয়া ফেলিয়াছেন এই জন্য কুফরি ফৎওয়ার কথা উল্লেখ

করার প্রয়োজন নাই এই কথা বলিয়াছেন।

আহমদ রেজা খাঁ সাহেব দেওবন্দী আলেমগণের উপর যে কাফেরী ফৎওয়া দিয়াছেন ও তাহাদিগকে অহাবী বলিয়াছেন।

ছুন্নত অল জামায়াত অনুযায়ী আমরা তাহার উক্ত ফৎওয়ার প্রতি আমল করি না।

কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে বা জানিতে না চাইলে বিনা কারণে বলিব না ও প্রচার করিব না। ইহাই ফুরফুরার সেলসেলার বৈশিষ্ট কেননা যদি প্রচার করা হয় তাহাতে সেলসেলার বৈশিষ্ট খর্ব্ব হয়, বিনা কারণে প্রচার করিলে উক্ত ফৎওয়া সমর্থন করা বুঝা যায়।

ফুরফুরার সেলসেলার যাহারা বা যে উক্ত ফৎওয়া প্রচার করেন ৩টি কারণে উহা করিয়া থাকেন।

১। বেরেলীগণের অনুকরনে করিয়া থাকেন।

২। দেওবন্দী আলেমগণ হইতে জন সাধারণনকে পৃথক রাখার জন্য যেন জন সাধারণ তাহাদের হইতে দূরে থাকে।

৩। ফুরফুরার সেলসেলার গুরুত্ব সম্বন্ধে ও এই সেলসেলার বৈশিষ্ট অবগত না থাকার কারণে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয় এই নিষ্কলুষ সেলসেলার ক্ষতিারকক।

বিশেষ করিয়া উহা এই নির্দোষ সেলসেলার আকাবেরগণের মতের বিপরীত উহা আদবের খেলাফ কার্য্য। বোছতানে ফকিহ আবুল্লায়েছে আদবের অধ্যায়ে আছে 'বেয়াদব হয়তঃ শেষ পর্যন্ত বেঈমান হইতে পারে'।

যাহারা ফুরফুরার সেলসেলার নাম করিয়া আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের উক্ত ফৎওয়া প্রচার করিয়া দেওবন্দী আলেমগণকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা বেরেলীগণের অনুসরণ

করিতেছেন। উহা ফুরফুরার সেলসেলার কার্য্য হইতে পারে না।

কেননা এই সেলসেলার আকাবেরগণ কার্য্য কলাপে ও লেখনিতে কোন কারণ ব্যতীত উহা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাছ ৩৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, থানাবী ছাহেবের কথা বলিয়াছেন ৫৫/৫৬ পৃষ্ঠায় তাহা হইলে বাহাছে জয় লাভ করার জন্য কথাটা বলা অবান্তর তিনিত। ৩৬ পৃষ্ঠার শেষে উহা বলিয়াছেন।

এক্ষনে কেয়াম মান্যকারিদের উপকারার্থে পরিশিষ্ট রূপে কতক গুলি কথা বলিতেছি ঃ—

৩৬ পৃষ্ঠায় পর্যন্ত বাহাছে ত জয়লাভ হইয়াগিয়াছে। উহার পরের কথা গুলিতে বাহাছে বলা হয় নাই। বাহাছে জয়লাভ করা বলা আর এক চাল বাজি।

এইরূপ অবান্তর শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জনসমাজে বাহবা লওয়া কি আলেমের কার্য্য হইতে পারে।

৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

'নবীর সম্পর্কে যে যতই বেআদবী করুক না কেন, অনুরূপ কোরআন ও ইসলাম সম্পর্কে যতই বিরূপ মন্তব্য করুক না কেন, কাহারো কাফের বলা যাইবে না'।

জওয়াব ঃ—

যদি কেহ বলে যে, নামাজ পড়িয়া কি ফায়দা, নামাজ পড়িব না বাদ দাও আলেমেরা কেবল নামাজ পড়, নামাজ পড় বলে। এইরূপ যদি নামাজের এনকার করে তাহাকে কাফের বলা যাইবে কিনা?

যদি কেহ বলে মদপান করা হারাম হইয়া অসুবিধা হইয়াছে, মদে উপকার আছে। মদ হারাম নহে তাহাকে কাফের বলা হইবে

কিনা ?

যদি কেহ বলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মানত করা হারাম নহে, কেননা যদি হারাম হয় রোগ ভাল হয় কেন তাহাকে কাফের বলা হইবে কি না ?

যদি কেহ বলে মোহাম্মদ (ছাঃ) নবি না তবে তাহাকে কাফের বলা হইবে কিনা ?

যদি কেহ বলে আল্লাহ জিবরাইলকে আলির উপর অহি আনিতে বলিয়াছিলেন জিবরাইল ভুল করিয়া মোহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর নাজিল করিয়াছে তাহাকে কাফের বলা যাইবে কি না ?

ফুরফুরার সেলসেলা কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত নিয়তের অবস্থা অবগত না হইয়া কাহারো উপর কুফরি ফৎওয়া দিতে সম্পূর্ণ নারাজ।

কেননা কুফরি ফৎওয়া দেওয়া ভয়াবহ কঠিন ব্যাপার, ওই ফৎওয়া দেওয়া দুঃসাধ্যময় যখন দিবা লোকের ন্যায় প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অকাট্য দলীলের উপর নির্ভর যোগ্য প্রমাণিত হয় তখন উহা দেওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে কেননা নিয়ত অন্তর নিহিত বিষয় অন্তরের অবস্থা খোদাপাক ব্যতীত কেহ অবগত নয়।

যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে কাফের না হয় যে ব্যক্তি কাফেরি ফৎওয়া দিয়াছে উহা তাহার দিকে ফিরিয়া আসিবে অতএব উহা হইতে সাবধান থাকা উহাই পূর্ণ খোদা ভিরু ব্যক্তির কার্য্য।

আল্লামা রুহুল আমিন সাহের দ্বিমুখী নীতির অনুসরণ করেন নাই বরং ছামদানি লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রছুল্লাহ এই কলেমার উপর বিশ্বাসকারি সহস্র সহস্র ঈমানদার মুছলমানকে কাফের বানাইয়া ইসলামকে ধ্বংস করিতেছেন।

৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

মাওলানা কুতুবুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেব ফুরফুরা শরিফের সিলসিলার পরিচয় নাম দিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। যথা ১) বিদয়াতে হাছানার অস্তিত্ব স্বীকার করা ২) মহফিলে ওয়াজ ও তদুপলক্ষে ইসালে ছওয়াব করা ৩) মীলাদ ও কেয়াম করা ৪) বুজর্গ ও হাককানি আলেমগণের কবর পাকা ও গুম্বজ করা ৫) কবর জেয়ারত করা ৬) এলমে জাহের ও বাতেন শিক্ষা করা জায়েজ ধারনা করা ৭) যাহার মধ্যে জাহেরী ও বাতেনি এলেম নাই, তাহাকে পীর ধারনা করা নাজায়েজ ৮) মজলিসে উচ্চ শব্দে দরুদ পড়া ৯) কোন অলির জেয়ারতের জন্য ভ্রমণে যাওয়া ১০) আখেরী জোহর নামাজ পড়া ১১) গ্রামে জোমার নামাজ পড়া ১২) গোলটুপি পরিধান করা ১৩) জুমার আজানদ্বয়ের অক্তিয়া শেষে হাত উঠাইয়া দোয়া চাওয়া ১৪) নামাজে দোয়াল্লিন পড়া ১৫) বুজর্গগণের অছিলা দিয়া দোয়া চাওয়া ১৬) জুমা ও ঈদের খুৎবাদ্বয় আরবী ভাষায় পড়া ও উহার অনুবাদ না করা ১৭) মুরুব্বী, বয়স্ক ও বুজর্গ ব্যক্তির পায়ে হাত দিয়া চুম্বন করা ১৮) নূতন কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল পোতা। এই ১৮টি কাঁচা ইট হইল ফুরফুরা সিলসিলার বুনিয়াদ। উক্ত ১৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে অনশন করিয়া চলিয়াছেন।

বড় পীর গওছে পাক গুনিয়া তোত্তালেবিন ৯৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন — আব্দুল্লাহ বেন মোবারক যখন এক ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে আমার নিকট আলোচনা হয় যে সে ব্যক্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত এলম লাভ করিয়াছে।

তখন তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত হই না, এবং যখন আমি শুনিতাম কোন লোকের কথা

আদব শিক্ষা করিয়া নফছকে আয়ত্বে আনিয়াছে তখন আমি তাহার সাক্ষাতের আসা রাখিতাম এবং তাহার সাক্ষাৎ না হওয়ার জন্য আমার দুঃখ হইত।

উহার তুলনা এই যে, এমন একটি শহর যাহার পাঁচটি ঘাঁটী (অর্থাৎ ৫টি প্রাচীর) এই পাঁচটি ঘাঁটী অতিক্রম না করিলে শহরে প্রবেশ করা যাইবে না। প্রথম ঘাঁটি স্বর্ণের ২য় রৌপ্যের ৩য় লোহার ৪র্থ পাকা ইটের ৫ম কাঁচা ইটের।

যত সময় পর্যন্ত দুর্গের লোক কাঁচা ইটের ঘাঁটীর হেফাজত করিবে শত্রু তত সময় দ্বিতীয় ঘাঁটী পাকা ইটের উপর আক্রমন করিতে পারিবে না পুনরায় যখন পাকা ইটের ঘাঁটী হেফাজত করিবে না তখন শত্রু তৃতীয় ঘাঁটী লোহা নির্মিত আক্রমন করিবে যখন দুর্গবাসীরা তৃতীয় ঘাঁটী ছাড়িয়া দিবে তখন শত্রু চতুর্থ ঘাঁটী দখল করিয়া লইবে। যখন তাহারা চতুর্থ ঘাঁটী ছাড়িয়া দিবে তখন পঞ্চম ঘাঁটী দখল করিয়া শহরে প্রবেশ করিবে।

পাঁচ ঘাঁটীর সমষ্টি হইল ঈমান ঐ পাঁচটীর মধ্যেই প্রথম ইয়াকিন এখলাছ পুনরায় ফরজ আদায় করা অর্থাৎ এতেকাদে ফরজ এবং দুইটি আমল করা পুরাপুরী ছুন্নতের অনুসরন করা (আদায় করা) অতঃপর আদব এবং মোস্তাহাবকে রক্ষা করা। মুলমর্ম প্রকাশ করিলাম। যত সময় পর্যন্ত মানুষ আদবের লক্ষ্য রাখে এবং উহা নিজের উপর রক্ষা করা লাজেম (ওয়াজেব) করিয়া লয় তখনও পর্যন্ত শয়তান ছুন্নতকে পরিত্যাগ করাইতে পারে না, অর্থাৎ উহা পরিত্যাগ করাইবার ক্ষমতা পায় না। অতঃপর যখন মোস্তাহাব ছাড়িয়া দেয় শয়তান ছুন্নতকে পরিত্যাগ করাইবার চেষ্টা করে অতঃপর যখন ছুন্নতকে পরিত্যাগ করাইল তখন শয়তান ফরজকে তরক করাইবার চেষ্টা করে যখন ফরজ ছাড়িয়া দিল তখন চেষ্টা করিল এখলাছকে ছাড়াইবার যখন এখলাছ পরিত্যাগ করিল তখন

ইয়াকিনকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে। মনুষ্যের কর্তব্য এই যে আদব এবং মোস্তাহাবকে সমস্ত কাজের মধ্যে রক্ষা করিয়া চলে। মূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। ফুরফুরার সেলসিলা ফরজ, এখলাছ, ইয়াকিন ও ছুন্নতকে রক্ষা করার জন্য কাঁচা ইটের ঘাটীর দিকে কড়া নজর রাখিয়াছেন। অর্থাৎ মোস্তাহাবের দিকে। পক্ষান্তরে বেরেলীগণের কার্য্য কলাপে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে তাহাদের পূর্ণ এখলাছ ও ইয়াকিন আছে কিনা সন্দেহ। এইজন্য ফুরফুরার সেলসেলা পূর্ণ পরহেজগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারা সন্দেহযুক্ত বিষয় হইতে দূরে থাকেন।

ছামদানির মতে যখন বিশেষ করিয়া মীলাদ ও কেয়াম করা কাঁচা ইট তাহা হইলে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি সাহেব মীলাদ ও কেয়াম করাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ করার সহিত তুলনা দিয়াছেন ইহা লইয়া এত বাড়া-বাড়ি কেন ?

কাঁচা ইট পানি লাগিলেই গলিয়া যাইবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না।

আমরা ফুরফুরা পন্থিগণ কিন্তু উক্ত কার্য্যদ্বয়কে প্রস্তর তুল্য মনে করি কেননা খালেকুল মখলুখ খোদাতায়ালা সমস্ত সৃষ্টির প্রথমে সর্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই হবিবুল্লাহ।

সেই রছুলে খোদা (ছাঃ) সৃষ্টি তত্ত্ব, জন্ম বৃত্তান্ত, মৌলুদ আলোচনা করা আমাদের নিকট শরিয়তে যত মোস্তাহাব কার্য্য আছে সর্বাপেক্ষা উন্নত দরজার মোস্তাহাব এবং উহা পাঠ করিয়া আমরা নিজেদিগকে ধন্য মনে করি। ছামদানির মতানুযায়ী ঐ কাঁচা ইট হাশর ময়দানে আমাদের একমাত্র সম্বল।

৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

'— — ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দীদের সুন্নি বলিয়া ওলামায়

ইসলামের ফৎওয়া নিজেদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন কিনা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

জওয়াব :—

আমরা ত উক্ত কাফেরি ফৎওয়া আমল করিনা, এই জন্য আল্লাহ ও তাহার রছুল ব্যতীত নির্ভুল কথা পাওয়া যাইবে না। ইহাই হইল ছুন্নত অল জামায়াতের আকিদা সেই জন্য দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত মতগুলি ভুল বলিয়া ধারনা করিয়া লইয়াছি। তাহাতে উক্ত ফৎওয়া ফুরফুরার সিলসিলার ঘাড়ে চাপিয়া পড়ার কোন অছুল ত নাই।

আমাদের ভয় হয় কাল কেয়ামতের ময়দানে আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের গর্দানে উক্ত ফৎওয়া উলটাইয়া পড়ে নাকি। কেননা নিয়তের সংবাদ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেহই অবগত নহে, উহা এইজন্য যে, নিয়াত অন্তর নিহিত বিষয়।

হোছামোল হারামায়েন ১৯০ পৃষ্ঠা :—

আমরা উহার বাংলা অর্থ লিখিয়া দিলাম যাহার নিকট উক্ত কেতাব খানা আছে মিলাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

'অর্থাৎ মায়েখ বেরেলবী অর্থাৎ আহমদ রেখা খাঁ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন গোলাম আহমদ (কাদিয়ানি) নবুয়তের দাবি করিয়াছে এবং রসিদ আহমদ গাঙ্গুহি, খলিল আহমদ, আশারাফ আলি রছুলে পাক (ছাঃ) কে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করা প্রমাণিত হইয়া যায় তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোকদিগের কাফের হওয়া এবং কতল করা ওয়াজেব হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই'।

এক্ষনে আমাদের বক্তব্য গোলাম আহমদ মিজ্জা স্পষ্ট নবুয়তের দাবি করিয়াছেন উহা তাহার বিভিন্ন কেতাব পাঠে অবগত হওয়া যায়। তথাপিও মদিনা শরিফের আলেম সাহেব অত্যন্ত সাবধানতা

হেতু লিখিয়াছেন যদি প্রমাণ হইয়া যায়, তাহা হইলে চিন্তা করুন ; কাফেরি ফৎওয়া দিতে গিয়া কত বড় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। দ্বিতীয় মাওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মাওঃ খলিল আহমদ, মাওঃ আশরাফ আলি থানুবি ছাহেবগণের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, যদি প্রমাণিত হইয়া যায় নবি (ছাঃ) কে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্যেই উহা লিখিয়াছেন তাহা হইলে তাহাদিগকে কাফের বলা ও তাহাদিগকে কতল করা (হত্যা করা) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

এইহেতু আল্লামা রুহল আমিন সাহেব কত বড় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। চিন্তা করিলে মনে ইহাই উদয় হয় যে তাহার তুল্য আলেম ছিলেন না।

কেননা তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, আমরা তাহাদের উক্ত কথাগুলি এজতেহাদি ভ্রমের তুল্য ধারনাকারি, এই হেতু ফুরফুরার সিলসিলা নিষ্কলুষ, খাঁটী ছুন্নি।

হোছামোল হারামায়েন ১১৪ পৃষ্ঠা :—

'এই রেছালাতে যাহা বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে যে ব্যক্তির সম্বন্ধে সে ব্যক্তি উক্ত কথার সমর্থক এবং ঐ বিস্তারিত বর্ণনার বিশ্বাস রাখিয়া থাকে তাহা হইলে সে ব্যক্তি বিনা সন্দেহে গোমরাহ'।

আরও শুনুন : উক্ত কেতাব ১১৮ পৃষ্ঠা :—

'অর্থাৎ যদি ঐ লোকদিগের প্রকৃত পক্ষে ঐ অবস্থাই হয় যাহা তুমি লিখিয়াছ তাহা হইলে সে কাফের হইবে দ্বীন থেকে খারিজ'।

ঐ কেতাবে ২০০ পৃষ্ঠা :—

'অর্থাৎ যে ব্যক্তি উহার দাবি করে সে বিনা সন্দেহে কাফের'।

ঐ কেতাব ২২০ পৃষ্ঠা :—

'ঐ সমস্ত লোকদিগের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে যাহা প্রশ্নে উল্লিখিত হইয়াছে যখন প্রমাণিত হইবে এবং প্রকৃত পক্ষে

জানা যাইবে তাহা হইলে তাহাদের উপর কুফরির হুকুম দেওয়া যাইবে'।

ঐ কেতাব ২০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

'যদি এই সমস্ত মন্দ কথা আসলেই ঐ লোকদিগের কথা হয় তাহা হইলে ঐ হুকুম হইবে যাহা আমি দিয়াছি'।

মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফের বোজর্গ আলেমগণের কথায় প্রমাণিত হইতেছে যে, তাহারা সরাসরি কাফেরি ফৎওয়া দেন নাই। তাহাদের কথার সারমর্ম এই যে, দেওবন্দী উল্লিখিত আলেমগণ যদি উক্ত কথাগুলির উপর প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস রাখে অথবা অবজ্ঞা ও হেয় করার ইচ্ছায় উহা লিখিয়া থাকে। তাহাদের অবস্থা যদি তাহাই হয় যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে (নাউজোবিল্লাহ) তাহা হইলে কুফরির হুকুম চলিবে।

মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফের ফৎওয়ার খোলাখুলি বর্ণনা দিতে গিয়া মাওঃ আহমদ রেজা খাঁ সাহেব ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

'যে ঐ কথার উপর বিশ্বাস রাখে সে ব্যক্তি কাফের গোমরাহ দ্বিতীয়কে গোমরাহ করিতেছে দ্বীন থেকে বাহির হইয়া গিয়াছে'।

উহার দুই লাইন পরে লিখিয়াছেন,

'যে অবস্থা তুমি বর্ণনা করিয়াছ উহার জন্য সে কাফের দ্বীন থেকে বাহির হইয়া গিয়াছে'।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ফৎওয়া ত মক্কা-মদিনা শরিফের আলেমগণ দেন নাই মাওঃ আহমদ রেজা খাঁ সাহেব যে বর্ণনা লিখিয়া ফৎওয়া দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহারা উহা দেখিয়া বলিয়াছেন তুমি যাহা লিখিয়াছ যদি উক্ত ব্যক্তিগণের অবস্থা ঐ হয় যদি উহার উপর উহাদের এতেকাদ (বিশ্বাস) থাকে যে, তাহাদের উদ্দেশ্য হুজুর (ছাঃ) এলম সম্বন্ধে ঐরূপ বলা বা তাহাকে অবজ্ঞা ভাব আনাই

যদি হয় তাহা হইলে তাহারা কাফের দ্বীন থেকে খারিজ ও হত্যা করা ওয়াজেব ।

মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফের ওলামাগণ ত ফৎওয়া নিজেদের দায়িত্বে রাখেন নাই এইজন্য আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন (মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ সাহেব) 'দেওবন্দীদিগের কতক আলেমকে তিনি কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাহার এই ফৎওয়ার প্রতি আমল করি না । আমরা দেওবন্দী আলেমগণের উক্ত প্রকার ভ্রান্তিকে এজতেহাদী ভ্রমের তুল্য ধারনা করি' ।

হোছামোল হারামায়েন ২২৮ পৃষ্ঠার শেষে মদিনা শরিফের আলেম লিখিয়াছেন, (কোফেরী ফৎওয়া দেওয়া সম্বন্ধে) আমরা প্রমাণিত হওয়া ও সুনিশ্চিত অনুসন্ধানের শর্ত্ত । এইজন্য স্থির করিয়াছি যে, কোফরি ফৎওয়া দেওয়ার রাস্তা (ব্যবস্থা) কঠিন বিষয় ঐ রাস্তা (ব্যবস্থা) দুঃসাধ্যময়, আমাদের নেতা আলেমগণ কোফরি ফৎওয়া ঐ সময় দিয়াছেন, যখন দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ পাইয়াছেন এবং এমাম মোজতাহেদীনগণের অকাট্য দলীলের উপর নির্ভর করিয়াছেন, কেবলমাত্র অনুসন্ধানের দ্বারা নহে ঐ দিনের সংবাদের ভয় করিয়া যেদিন চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে ।

উহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফের আলেমগণ কোফরি ফৎওয়া দিতে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, যদিও আহমদ রেজা খাঁন কোফরি ফৎওয়া দিয়া উহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন । কেননা কি জানি আহমদ রেজা খাঁ সাহেব যাহাদের সম্বন্ধে যে কারণে কোফরি ফৎওয়া দিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ।

উহাতে যদি তাহারা প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসী না হন তাহা হইলে কোফরি ফৎওয়া প্রদান কারির উপর উহা বর্ত্তাইবে এবং কেয়ামতের দিন (বিচার দিবসে) কঠিন সমস্যায় পড়িতে হইবে ।

সেই জন্য তাহারা বলিয়াছেন যে, এই রেছালায় যাহা লিখিত হইয়াছে যদি অবস্থা তাহাই হয় তাহা হইলে কোফরি ফৎওয়া চলিবে।

মাওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মাওঃ আশরাফ আলি থানুবী ইত্যাদি তাহারা কি সরাসরিভাবে হুজুর (ছাঃ) এর এলমে গায়েব ও মীলাদ শরিফ সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অপমাননার উদ্দেশ্যে অবজ্ঞা ও অপমাননে কথা লিখিয়াছেন ? তাহাদের লেখনিতে তাহা প্রমাণিত হয় না যাহারা আলেম তাহারা অতি অবশ্যই উহা অবগত আছেন।

মছলার জওয়াব দিতে গিয়া ঐরূপ অবজ্ঞা অপমাননা সূচক কথা হুজুর (ছাঃ) এর শানে লিখিয়াছেন এটা সর্ববাদি সম্মত মত যে নবি (ছাঃ) এর শানে ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা আদৌ কখনই উচিৎ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ পাক ব্যতীত কেহই অবগত নহে, সুতরাং প্রকাশ্য অবস্থায় সন্দেহ বিদ্যমান। ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ অবজ্ঞা অপমাননা সূচক কথা বলার সন্দেহ রহিয়াছে, কাজেই ঐ অবস্থায় কোফরি ফৎওয়ার উপর আমল না করা ছুন্নত অল জামায়াতের মত। ফুরফুরার সিলসিলা ঐ ফৎওয়ার উপর আমল না করায় খাঁটী ছুন্নি প্রমাণিত হইল।

৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

গোবিন্দপুরীকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, রুহুল আমিন সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ১ম খণ্ড ৬ পৃষ্ঠায় জিহারের একটি সাধারণ মসলায় মারাত্মক ভুল উত্তর লিখিয়াছেন, 'এই ভুলটি সর্ব প্রথম ধরিয়াছেন, — — আজিজুল হক কাসেমী — — গোবিন্দ পুরী তথা ফুরফুরা পন্থীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রুহুল আমিন সাহেবের ভুল হইয়াছে।

জওয়াব ঃ—

মজমুয়া ফৎওয়া আমিনিয়া ১ম ৬ পৃষ্ঠা ঃ—

৮ প্রশ্ন ঃ যদি কেহ স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকে তবেকি হইবে?

উত্তর ঃ যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে তবে তাহাই হইবে। জেহারের নিয়তে বলিয়া থাকিলে কাফফারা দিতে হইবে, একটি গোলাম আজাদ করা, অভাবে ধারাবাহিক ভাবে দুই মাস রোজা রাখিবে। অক্ষম হইলে ৬০ জন দরিদ্রকে খাদ্য দান করিবে, প্রত্যেকে ফেৎরা পরিমাণ দান করিবে। আর তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকিলে, এক তালাক বায়েন হইবে, আর কিছু নিয়ত না করিলে, ফজুল কথা হইবে।

ইহা শরহে বেকায়ার ২/১৩১—১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

কোরান শরিফের ছুরা মোজাদালাতে আছে, স্ত্রীকে মাতা বলা গোনাহ।

একাধিকবার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে ঃ তবু পুনরুক্তি করিতেছেন বুঝিবার মত এলম বা শব্দার্থ বোধ থাকিলে পুনরুক্তি করিতেন না। প্রশ্নকারির কথা যদি কেহ স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকে। উহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, মাতা বলিয়া ডাকিয়াছে ডাকার অর্থ হইল আহবান।

তাহা হইলে ডাকার মধ্যে কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকা স্বাভাবিক কিন্তু সেই উদ্দেশ্য যে কি তাহা অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য অন্তর নিহত বিষয়।

প্রশ্নকারির উদ্দেশ্য কি তাহা প্রশ্নে বলা হয় নাই কিন্তু মাতাকে ডাকার কারণ যে কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

সেইহেতু আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, অর্থাৎ ডাকার উদ্দেশ্য যদি সম্মানের জন্য হয় তবে তাহাই হইবে, কেননা তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, মাতাকে ডাকা আহবান করা, যেকোন উদ্দেশ্য আছে

বা থাকিতে পারে নচেৎ আহবান করিবে কেন অর্থাৎ ডাকিবে কেন। জেহারের নিয়তে বলিয়া থাকিলে কাফফারা দিতে হইবে — —— অর্থাৎ মাতাকে ডাকার উদ্দেশ্য কি যদি জেহারের নিয়ত করিয়া থাকে তবে কাফফারা দিতে হইবে। অর্থাৎ যদি জেহারের উদ্দেশ্য উহা বলিয়া থাকে। 'আর তালাকের নিয়তে বলিয়া থাকিলে, এক তালাক বায়েন হইবে, অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য কি ছিল যদি তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তবে এক তালাক বায়েন হইবে'।

'আর কিছু নিয়ত না করিলে, ফজুল কথা হইবে'। কিছুই না থাকিয়া থাকে যদি মনে মনে উল্লিখিত কোন কিছুরই নিয়াত করে নাই তবে বাতিল কথা হইবে। স্ত্রীকে এমনই মাতা বলা গোনাহ কোরান শরিফের ছুরা মোজাদালা হইতে উহার জওয়াব দিয়াছেন।

এইজন্য হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব প্রশ্নকারির কথার শব্দার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া শরহে বেকায়া হইতে উল্লিখিত বিষয় জওয়াবে বলিয়াছেন। আর যদি উহার মর্ম্ম কেবল মাতা বলা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে 'ডাকা' শব্দ থাকায় কেবল মাতা বলা মর্ম্ম গ্রহণ করা কিভাবে সম্ভব হইবে, কেননা প্রশ্নকারি যদি খেলাত কেহ স্ত্রীকে মাতা বলে তবে কি হইবে? কিন্তু তাহা প্রশ্নে বলা হয় নাই। স্ত্রীকে মাতা বলিয়া ডাকা শব্দ আছে বলিয়াই তিনি শরহে বেকায়া হইতে উক্ত মছলার ছুরতগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, উহাতে হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব ভ্রম করেন নাই বরং জ্ঞানীগণের নিকট তাহার দুরদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হইল।

পাঠক জানিয়া রাখুন আজিজুল কাসেমি ও গোলাম ছামদানি এই দুই ব্যক্তি বশিরহাট আল্লামা রুহল আমিন সাহেবকে সমাজের চক্ষ্যে ছোট করিয়া দেখাইবার জন্য প্রানপন চেষ্টা চালাইতেছেন, আজিজুল হক দেওবন্দী, ছামদানি বেরেলবী মতাবলম্বী, বেরেলবী

মতাবলম্বী ছামদানি যেভাবে বসিরহাট হজরতকে আক্রমন করিয়াছেন যেমন এজিদ নেতৃত্বের জন্য এমাম হোছায়েন (রাঃ) বিরুদ্ধাচরন করিয়াছিল সেইরূপ বলিলে অতুক্তি হয় না।

খলিফা জাফর বেন মনছুর এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) কে শরাইতে পারিলে তাহার কণ্টক দূর হয় এই ধারনায় তাহাকে কারাগারে বিষপান করাইয়া তাহার জীবন নাশ করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ বলিলেও কিছুমাত্র অতুক্তি হইবে না। এমাম ছাহেবের বিভিন্ন জীবনী দ্রষ্টব্য। খলিফা মোতাছেম বিল্লাহ এমাম আহমদ বেন হাম্বল (রাঃ) কে তাহাদের মত মানিবার জন্য বলিয়াছিলেন। এমাম যখন অস্বিকার করিলেন তখন জবরদস্তি করিলেন, কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিলেন যখন তিনি রাজি হইলেন না তখন কোড়া জারি করিয়া দিলেন উহাতে এমাম ছাহেব এন্তেকাল করিলেন। তাবাকাতে কোবরায় শাফেয়িয়া দ্রষ্টব্য। ছামদানি আহমদ রেজার মত মানিবার জন্য লেখনীতে কত রকম শাস্তি ফুরফুরার জামায়াতের উপর প্রয়োগ করিতেছেন তাহা কোড়া জারি অপেক্ষাও কঠিন।

মোহাম্মদ এবনে আব্বুল অহাব নজদি তাহার পূর্বকার লোক দিগের উপর কাফেরী ফৎওয়া জারি করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই ক্ষমতা দখল করিয়া মক্কা শরিফ, মদিনা শরিফ দখল করিয়া হাজার হাজার বোজর্গ আলেমগণকে ও নিরিহ মুছলমানগণকে হত্যা করিয়া অহাবি রাজত্ব কায়েমকরিয়া ছিল। দোরারে ছানিয়া ও খোলাছাতোলকালাম দ্রষ্টব্য।

গোলাম ছামদানি ঠিক মোহাম্মদ এবনে আব্দুল অহাবের ন্যায় মৃত আলেমগণকে কাফেরী ফৎওয়া দিয়া বিজ্ঞাপনে বক্তৃতাতে তোল পাড় করিয়া তুলিয়াছেন। অহাবি বনাম বেরেলবী মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

আজিজুল হক কাসেমী চৈতা বাহাছের পর মালতিপুর আসিয়া

বসিরহাট হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের কেতাব সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরেই স্মরণ থাকতে পারে কেননা তারপরই হাফেজ মোবারক আলি, জনাব সৈয়দ আলি তরফদার ও জনাব আলি মিস্ত্রী কোড়াপাড়া আরও আনেকের প্রচেষ্ঠায় কোড়াপাড়া সদররাস্তার পার্শ্বে জামে মছজিদে যে প্রতিবাদ সভা হইয়াছিল তাহার ফলে দেওবন্দীগণ একটু দমিয়া গিয়াছিল।

মাখালগাছা নিবাসী জনাব মাওলানা মরহুম শহিদুল ইসলাম সাহেব (বসিরহাট টাউন হাইস্কুলের হেড মৌলবী) বসিরহাট শাহি মছজিদের পুষ্করিনীর ঘাটে আমাকে বলিয়াছিলেন ভাই মাওলানা সাহেব বসিরহাট হুজুরের কেতাবের উপর আমাদের বিশ্বাস। আজিজুল হক কাসেমী কয়েকদিন পূর্বে আমাদের গ্রামে সভায় হুজুরের কেতাবের বিরুদ্ধে এমন কথাগুলি বলিয়াছেন যে, তাহার কেতাবগুলি ঝাজরা করিয়া দিয়াছেন এ সহ্য করা যাইবে না। আপনি এর ব্যবস্থা করুন।

সেদিন অতি বিশ্বস্থ সূত্রে শুনিলাম তিনি বলিয়াছেন, আখেরে জোহর নামাজ বড় বড় ফকিহ বোজর্গগণ পড়িতেন ও পড়িতে বলিয়াছেন, দেওবন্দী ওলামাগণ পড়িতে নিষেধ করেন আমি তাহাদের মতের উপর আছি।

‘মৌলুদ কেয়াম অনেক বোজর্গ আলেম করিতেন ও করার ফৎওয়া দিয়াছেন। দেওবন্দী ওলামাগণ করেন না, করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহাদের মতের উপর আছি অর্থাৎ আমি করি না’।

এই আজিজুল হক কাসেমী প্রথমেই সাধারণ আলেমগণের নিকট নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য বলিয়াছিলেন মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ১/৬ পৃষ্ঠায় জেহারের মছলায় ভুল করিয়াছেন, শরহে বেকায়ার ঐ বর্ণনায় ঐ কথা নাই মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বহু সভায় আখেরে জোহর ও কেয়ামের বিরুদ্ধে এমন সমস্ত কথা বলিয়াছেন যাহাতে প্রমাণিত হইত যে, যাহারা আখেরে জোহর পড়েন ও কেয়াম করেন তাঁহারা মারাত্মক ধরনের ভুল করিতেছেন।

হঠাৎ আখেরে জোহর মৌলুদ কেয়াম সম্বন্ধে এইরূপ সামঞ্জস্য মূলক ফৎওয়া দিয়াছেন ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাতে কি বুঝিব যে আজিজুল হকের সুমতি ফিরিয়াছে।

আমার ত মনে হয় ওটা ফুরফুরা পন্থিগণের সহিত ঐরূপ ব্যবহার দেখাইয়া তাহাদের অন্তর জয় করিয়া আসল স্বরূপ প্রকাশ করিবেন, কেননা যাঁহারা উক্ত বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাহারা বলিতেছেন কই আজিজুল হক ত খারাপ কিছু বলে নাই। আবার অনেককে বলিতে শুনিয়াছি অমুক সভায় গিয়াছিলাম আজিজুল হক কাসেমি সাহেব এসেছিলেন তিনি ত কোন খারাপ কথা বলেন নাই।

আমাদের কথা এত তাড়াতাড়ি মত পরিবর্তন হওয়ার কারণ কি ভেদ বোঝা মুস্কিল। যাহা হউক আমাদের কথা ফুরফুরার পন্থি কোন লোক বেরেলবী গোলাম ছামদানি বা ঐ দলের কোন সভায় যোগদান না করেন, আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষনা করিতেছি যে, তাঁহাদের সভায় যোগদান করিলে ঈমান যাইবার গুরুতর সম্ভবনা আছে। আর দেওবন্দী আজিজুল হক কাসেমি ও ঐ ধরনের দেওবন্দী আলেমগণের সভায় যোগদান করা হইতে ফুরফুরা পন্থি প্রত্যেক লোক পরহেজ করিয়া চলেন, আমরা সমস্ত দেওবন্দী আলেম সম্বন্ধে উহা বলিতেছিনা। ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ওহাবী, দেওবন্দী ও তবলিগীদের থেকে বাঁচা সহজ কিন্তু ফুরফুরাবীদের থেকে বাঁচা কঠিন। — — যাহারা দেওবন্দী তাবলিগীদের থেকে দূরে থাকিবার জন্য শতবার সাবধান করিতেছেন, আবার তাহারাই উহার সর্বস্তরে সাহায্য করিতেছেন।

জওয়াব :—

আহা বাংলা ভাষার কি সুন্দর মিল মনে হয় যেন অভদ্রতার পরা কাষ্ঠা।

বঙ্গ আসামে অহাবিগণের সহিত বিবাহ সাদী সমাজ জামাত করা নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া প্রথমেই ফুরফুরার মোজাদ্দেদে জামান কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল. উহাতে সমগ্র বঙ্গ আসামে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, অতঃপর বঙ্গ আসামের অহাবিগণের নেতা মাওঃ আকরাম খাঁ ছাহেব সদল বলে কলিকাতা টিকাটুলি মছজিদে পীর সাহেব কেবলা আবুবকর সিদ্দিকী ছাহেবের নিকট গিয়াছিলেন। আলোচনান্তে মাওঃ আকরাম খাঁ সাহেব বলিয়াছিলেন ইহা আমাদেরই দোষ পীর সাহেবের ইহাতে কোন দোষ নাই। উক্ত ফৎওয়ায় সারা ভারতবর্ষ মক্কা,মদিনা শরিফ জেন্দা ইত্যাদির বহুস্থানের আলেমগণের দস্তখতসহ মোহরের নকল লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত কেতাবে অহাবিগণের আকিদা কি এবং তাঁহারা কোন মতের উপর বিশ্বাসী উহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। কাজেই অহাবি কাহারা ফুরফুরার জামায়াতকে বলিয়া দিতে হইবে না।

ঐ কেতাবে অহাবিগণের রদে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহার সমর্থনে মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তৎকালীন দেওবন্দ মাদ্রাসার মোদার্রেছগণের দস্তখত সহ মোহরের নকল আছে।

আরও উক্ত কেতাবে মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ সাহেবের মোহারের নকল সহ দস্তখত আছে।

অহাবি কাহাকে বলে প্রথমে বুঝিবার চেষ্টা করুন তৎপরে অহাবি অহাবি করিয়া চেল্লাইবেন বলি জনাব কয়খানা কেতাব চক্ষে দেখিয়াছেন যে এলমের গরিমা করিতেছেন।

আমরা বলিতেছি ফুরফুরা পন্থীগণের সঙ্গলাভে ও তাহাদের মতের উপর আমল করিলে তাহার কোন চিন্তা নাই এবং নির্বিঘ্নে

ইমানদারি করিতে পারিবে, ফুরফুরার মতই অতি শ্রেষ্ঠ উহা অপেক্ষা উৎকণ্ট মত পাওয়া সঙ্কট। কেননা বসিরহাটের হজরত আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) জীবনিতে লিখিয়াছেন ঃ-

'এমাম মেছয়ার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমাম আজমের মতানুযায়ী কার্য্য করিবে, আমি আশাকরি, তাহার কোনই চিন্তা নাই এবং নির্বিঘ্নে ইমানদারি করিতে পারিবে'। এমাম আজমের মতই অতি শ্রেষ্ঠ। তাহার অপেক্ষা উত্তম মত পাওয়া সঙ্কট।

আফতাবে শরিয়ত, মাহতাবে তরিকত, মোহইয়ে ছুন্নত, মাইয়ে বেদয়াত, মহবুবে ছোবহানী আমিরোশ শরিয়ত মোজাদ্দেদে জামান জনাব পীর মাওলানা শাহ সুফি হাজিওল হারামায়নেশশরিফায়েন মোহাঃ আবুবকর ছিদ্দিকী কোরায়শি সাহেব হানাফি মজহাবের পূর্ণ অনুসরন করারও সন্দেহ যুক্ত বিষয় হইতে বাঁচিবার পূর্ণ পরহেজগারীর যে নিদর্শন ও নিখুঁত পথ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মোজাদ্দেদে জামান আলেমকুল শিরমনি আরেফে রব্বানি আলি জনাব শাহসুফি হাজিওল হারামায়নেশ শরিফায়েন জনাব মাওলানা মোহাঃ রুহুল আমিন সাহেব, কোরান, হাদিছ, তফছির, ফেকহ, অছুলে হাদিছ, অছুলে তফছির, অছুলে ফেকহ ও আকায়েদের সমস্ত কেতাব এবং পূর্ব জামানার শীর্ষস্থানীয় গওছ, কোতোব পীরগণের জীবনি ও মলফুজাত ইত্যাদি দলীল হইতে ফুরফুরার সেলসিলার মতের শ্রেষ্ঠতঃ প্রমাণ করিয়া কেতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই এই মতের অনুসরন করিয়া যে ব্যক্তি চলিবে এবং এই সিলসিলার মত ও পথের উপর স্থির প্রতিজ্ঞ থাকিবে দীন দারিতে তাহার কোনই চিন্তা নাই আর যাহার দীন দারিতে কোনই চিন্তা নাই ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহার চিন্তা থাকিবে না।

হজরত আল্লামা রুহল আমিন সাহেব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি ঃ তাঁহার ওয়াজে কত লক্ষ লোক হেদায়েত হইয়া ছ ইয়ত্তা করা যায় না। লক্ষ লক্ষ লোককে তিনি তরিকত শিক্ষা দিয়া খোদা প্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। কত বেনামাজী নামাজী হইয়াছে, কত বেরোজাদার রোজা রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কত সুদখোর সুদ খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে, কত মদ্যপায়ী মদপান ত্যাগ করিয়াছে, কত জেনাখোর জেনা করা ত্যাগ করিয়াছে, কত বেদাড়ি দাড়ি রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, কত হুক্কা বিড়ি সিগারেট পানকারি ধুমপান ত্যাগ করিয়াছে, কত বেপর্দ্দাকারী পর্দা করিতে শিখিয়াছে, কত বেদয়াতি বেদয়াত মত ত্যাগ করিয়াছে, কত অহাবি অহাবি মত ত্যাগ করিয়া হানাফি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

বঙ্গ আসামের তৎকালিন আলেম ও সাধারণ মুসলমানগণ এমনকি অমুসলমানগণও জানিতেন মাওলানা রুহল আমিন সাহেব বেদয়াতিদিগের সংহার বজ্র ছিলেন। তাহার নাম শুনিলে পলায়ন করিত। অনেক স্থলে উপস্থিত হইলেও ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত শেষে বাহাছ না করিয়া চলিয়া যাইত ইহার জলন্ত প্রমাণ আছে।

এহেন আল্লামা আল্লাহর অলির বিরুদ্ধে ছামদানি যাহা করিতেছেন খোদার গজব ডাকিয়া আনিতেছেন।

গোলাম ছামদানি শিরোনাম (৫) নং লিখিয়াছেন ঃ বাংলার বাতিল ফেরকা ফুরফুরা।

৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বাংলার বতিল ফেরকা ফুরফুরা।

জওয়াব ঃ—

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় বনি এছরাইল বংশধর গণ ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। একদল ব্যতীত তাহাদের সমস্ত দোজখে (পতিত) হইবে।

সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ একদল কাহারা হইবে ? হুজুর (ছাঃ) বলিলেন আমিও আমার ছাহাবাগণ যে মতে আছি এই মতাবলম্বী দল উক্ত বেহেশতী ফেরকা। আর এক রেওয়াএতে আছে ৭২ দল দোজখী হইবে, একদল বেহেশতী হইবে। উক্ত বেহেশতী দল আলেম ও ফকিহ সম্প্রদায় হইবে।

ঐ ৭২ দলের আকিদা মত কি হইবে তাহা বিদ্বানগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

উহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবাগণ যে মতের উপর ছিলেন সেই মতাবলম্বী ফেরকা বেহেশতী ফেরকা তদ্ব্যতীত অন্যদল যাহারা হজরত (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের মতের বিপরীত মত ধারন করিয়াছেন তাহারা বেহেশতী ফেরকা নয়। উহা আকায়েদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

তফছিরে আহমদি ঃ

'বেদয়াতিদিগের মূল ৬টি ফেরকা, রাফিজি, খারিজি, জাবরিয়া, কদরিয়া, জোহায়মিয়া ও মরজিয়া। তৎপরে এই ছয় ফেরকার প্রত্যেকটি বার বার ফেরকায় বিভক্ত হইয়া ৭২ ফেরকায় পরিণত হইয়াছে'।

মাওয়াকেফেরটীকা ঃ

'বেদয়াতি দল মূলে ৭ ফেরকা, মোতাজেলা, শিয়া, খারিজি, মরজিয়া, নাজারিয়া, জাবারিয়া ও মোশাব্বেহা। তৎপরে তাহারা ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছে।

গুনিয়াতোত্তালেবিন ঃ

বেদয়াতিরা মূলে ৯ ফেরকা, খারিজি, শিয়া, মোতাজেলা, মরজিয়া, মোশাব্বেহা, জোহায়মিয়া, জোবারিয়া, নাজ্জারিয়া ও কালাবিয়া। খারিজিয়া ১৫ ফেরকা, মোতাজেলা ৬ ফেরকা, মরজিয়া ১২ ফেরকা, শিয়ারা ৩২ ফেরকা, জাহমিয়া নাজ্জারিয়া জেরারিয়া ও

কালাবিয়া প্রত্যেকটি এক এক ফেরকা ও মোশাব্বেহারা তিন ফেরকা।

তলবিছে ইবলিছ ঃ

'বেদয়াতিরা মূলে ৬ ফেরকা, জবরিয়া, কদরিয়া, জোহায়মিয়া, মরজিয়া, রাফেজি ও জাবরিয়া। তৎপরে প্রত্যেক ফেরকা বার বার ফেরকাতে বিভক্ত হইয়াছে'।

মেলাল অন্নেহাল,

'বেদয়াতিরা মূলে মোতাজেলা, জাবরিয়া, মরজিয়া, শিয়া ও খারেজিয়া এই কয়েক দলে বিভক্ত হইয়াছে। তৎপরে প্রত্যেক দল কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে'।

ফেরকাতোননাজিন ঃ

মোতাজেলা ফেরকার মত ঃ

১। ইহারা বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, সে ব্যক্তি ইমানদার নহে এবং কাফের নহে, বরং তাহার দরজা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী।

২। ইহারা বলিয়া থাকে, মানুষ নিজ ক্ষমতায় নেকীবদী সমস্তই করিয়া থাকে যেন মানুষকে সর্বশক্তিমান ধারনা করিয়াছে।

৩। ইহারা খোদাতায়ালার ছেফাতগুলি অস্বীকার করিয়া থাকে।

৪। ইহারা কোরআন শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া থাকে।

৫। ইহারা এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না।

৬। স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে উহার কাজা আদায় করা আবশ্যক বলিয়া ধারনা করে না।

৭। ইহারা বলে যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, তাহার সমস্ত নেকী নষ্ট হইয়া যায় এবং সে চির দোজখী হইবে।

৮। তাহারা গোরের আজাব, নেকী, বদী ওজনের পাল্লা ও হজরত (ছাঃ) এরশাফায়াতের কথা অস্বীকার করিয়া থাকে।

৯। জীবিতদিগের দান খয়রাতে মৃতদের লাভবান হওয়া অস্বীকার করিয়া থাকে।

খারিজিদিগের মত ঃ

১। ইহারা হজরত আলি, ওছমান, তালহা, জোবায়ের আএশা ও অন্যান্য ছাহাবাগণকে কাফের বলিয়া থাকে।

২। বেনামাজী ও গোনাহ কবিরা অনুষ্ঠানকারীকে কাফের বলিয়া থাকে। তাহাদের মজহাবধারি ব্যতীত অন্য সমস্ত মজহাবধারিকে কাফের বলিয়া থাকে।

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে হাকেম স্থির করে তাহাকে কাফের বলিয়া থাকে।

৪। বেগানা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ করা জায়েজ ধারনা করে।

৫। মুসলমানদিগের রক্তপাত করা হালাল জানে — — —।

মরজিয়াদিগের মত ঃ

১। তাহারা বলিয়া থাকে, ইমানদার ইমান গ্রহন করার পরে কোন গোনাহ করিলে, ক্ষতি হইবেনা বা তজ্জন্য আজাবগ্রস্ত হইবেনা।

২। আল্লাহতায়ালার অঙ্গ প্রতঙ্গ আছে। তিনি আকৃতিধারী, কিন্তু অন্যান্য আকৃতিধারির তুল্য নহেন।

তাহাদের একদল কেয়াছকে শরিয়াতের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না।

মোশাব্বেহাও মোজাচ্ছেমাদিগের মত ঃ

রাফিজিয়া ও কারামিয়া এই দল মোশাব্বেহা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক শ্রেণী মোকাতেলিয়া নামে অভিহিত।

১। ইহারা বলিয়া থাকে যে, খোদারূপধারি বস্তু। তাহার শরীর মানুষের আকৃতির ন্যায় রক্ত মাংসধারি। তাঁহার অঙ্গ প্রতঙ্গ মস্তক, রসনা ও গলা আছে। তিনি এই সমস্ত বিষয়ে জগতের

বস্তুর তুল্য নহেন। কোন কোন মোশাব্বেহা বলে যে, তাঁহার চেহারা, হস্ত, অঙ্গুলী ও পা আছে।

২। একদল মোশাব্বেহা বলিয়া থাকে যে, খোদা আকৃতিধারী কিন্তু রক্ত মাংসধারী নহেন। তাঁহার অঙ্গ প্রতঙ্গ আছে। তিনি আরশের উপর আছেন। উপরের দিক হইতে আরশের সহিত মিলিত আছেন। তিনি গমনাগমন ও অবতরন করিতে পারেন

৩। একদল মোজাচ্ছেমা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালাকে স্পর্শ করা যায়। একদল বলে আল্লাহতায়ালা আরশ স্পর্শ করিয়া আছেন। যে সময় তিনি অবতরন করেন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করেন। হাদিছে আছে যে, আল্লাহ-তায়ালা প্রথম আছমানের দিকে নজুল করেন। তাহারা এই নজুলের অর্থ অবতরন করা গ্রহন করিয়া থাকে। ইহারা মোশাব্বেহা।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরে বলিয়াছেন ঃ ১৪/২০ পৃষ্ঠা।

(ভ্রান্ত) মোজাচ্ছেমা দল বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা খাঁটী নূর (জ্যোতি) যে সময় তিনি বান্দাগণের মধ্যে বিচার করিতে উক্ত জমিতে উপস্থিত হইবেন। জমি আল্লাহতায়ালার নূরে আলোকিত হইবে।

জাহমিয়াদের মত ঃ

১। ইহারা কোরান শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিত। দাউদ জাহেরী এই মত ধারন করিত।

শিয়া রাফেজিদের মত ঃ

১। ইহারা হজরত আববকর, ওমর প্রভৃতি ছাহাবাগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।

২। অন্যান্য মুছলমানদিগের প্রাণ হত্যা করা হালাল জানে।

৩। সত্য গোপন করতঃ মিথ্যা বলা দ্বীন ঈমান বলিয়া ধারনা করে,

ইহাকে তকইয়া বলে।

৪। কেয়াছকে শরীয়াতের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না।

৫। গরু, ছাগল ইত্যাদির মল, মূত্র ও মদ পাক বলিয়া থাকে।

৬। নয়টি স্ত্রীলোকের সহিত এক সঙ্গে নেকাহ করা জায়েজ মনে করে।

৭। এক মজলিশে তিন তালাক দিলে এক তালাক হওয়ার ধারনা করিয়া থাকে।

৮। মোতা নেকাহ হালাল জানে, এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্য নেকাহ করাকে মোতা নেকাহ বলা হয়।

পাঠক উপরোক্ত দলের এই আকিদাগুলি হজরত নবি (ছাঃ) ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবাতাবেয়ি, এমাম মোজতাহেদ, মোহাদ্দেছগণ ও পীর বোজর্গগণের মত নহে।

আমরা বেদয়াতি ফেরকার তালিকা ও তাহাদের মতগুলি বিভিন্ন কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যে ফুরফুরার সিলসিলার সহিত উল্লিখিত মত সমূহের মধ্যে কোন একটি মতের সহিত মিল থাকার প্রমাণ করিবার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম।

উল্লিখিত বেদয়াতি ফেরকাদিগের মতের সহিত ফুরফুরার সিলসিলার প্রকারান্তরেও মতের মিল থাকে এমন একটি মতের লেশ মাত্র নাই।

গোলাম ছামদানির মতে দেওবন্দী মাওঃগণ কাফের যাহারা তাঁহাদিগকে কাফের বলিতে দ্বিধাবোধ করিবে তাহারাও কাফের। তাঁহাদিগকে কাফের না বলার কারণ আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইলে ভারতবর্ষের অতি বৃহৎ জামায়াত অর্থাৎ বেরেলী ব্যতীত সমস্ত লোক তাহাদিগকে কাফের বলেন না ছামদানির মতে তাহারাও কাফের।

খারিজীদিগের মতে তাহাদের মজহাবধারী ব্যতীত অন্য সমস্ত

মজহাবধারীকে কাফের বলিয়া থাকে।

উহাতে প্রমাণিত হইল ছামদানির মত খারিজিগণের মতের তুল্য হইল।

ছামদানির মতে খোদার নূরে হুজুর (ছাঃ) পয়দা যাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

এমাম রাজি তফছির কবির ১৪/২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, যে (ভ্রান্ত) মোজাচ্ছেমা দল বলিয়া থাকে যে, আল্লাহতায়ালা খাঁটী নূর (জ্যোতি) যে সময় তিনি বান্দাগণের মধ্যে বিচার করিতে জমিতে উপস্থিত হইবেন, জমি আল্লাহতায়ালার নূরে আলোকিত হইবে।

উহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, ছামদানি তথা বেরেলীগণ মোজাচ্ছেমাদিগের মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহলে ছুন্নত অল জামায়াত হইতে খারিজ হইবেন কি না? ছামদানির মতানুযায়ী তাঁহারা ছুন্নত অল জাময়াত হইতে খারিজ হইলেন।

তফছিরে কবির ১/১২ পৃষ্ঠা ঃ

'আকায়েদ সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ) এর মশহুর হাদিছে আসিয়াছে; আমার উম্মৎ ৭৩ দলে (ফেরকায়) বিভক্ত হইবে। এক ফেরকা ব্যতীত তাহাদের সমস্তই দোজখী হইবে। এই হাদিছে বোঝা যায় যে, ৭২ দলের আকায়েদ ও মত বাতীল হইবে।

উহাতে প্রমাণিত হইল যে, ছামদানির আকায়েদ ও মত বাতীল হওয়ার জন্য দোজখী হইবেন কি না। অর্থাৎ বাতীল ফেরকার মধ্যে গন্য হইবেন।

তিনি লিখিয়াছেন ঃ গোবিন্দপুরী ছাহেবের কেতাবের মাথা মুণ্ডু নাই।

জওয়াব :—

গোবিন্দপুরী সাহেবের কেতাব বুঝিতে গেলে ধড়ে কিছু

থাকা চাই। আর যদি কেতাবের মাথা মুণ্ডু না থাকে তাহা হইলে প্রতিবাদ করার ত কোনই প্রয়োজন ছিল না।

হাড়ের মগজ জ্বলিয়া যাইতেছে কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা নাই

যুক্তিতর্ক ও কেবল মুখের বুলিতে নিজ মতবাদ প্রমাণ করার চেষ্টা করা খাঁটী বেদয়াতির প্রধান লক্ষণ।

রদ্দোল মোহতার ১/৩৫৭/৩৫৮পৃঃ, বাহরোরবায়েক ১/২৫৬পৃঃ মেনহাতোল খালেক ১/২৫৬ পৃষ্ঠা।

'খয়রদ্দিন রামালি বলিয়াছেন আমি শাফেয়ীদের কেতাবে দেখিয়াছি যে, কখন কখন নামাজ ভিন্ন অন্যত্রে আজান ছুন্নত যেমন সন্তান ভুমিষ্ট হইবার পর — — কেহ কেহ বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি কে কবরে নামাইবার প্রাক্কালে তাঁহার প্রথমে দুনিয়াতে আগমনের উপর কেয়াছ করিয়া, কিন্তু এবনো হাজার আছকালানী লোবাবের শরহে উহার রদ করিয়াছেন'।

আরও শামি ১/৮৩৭ পৃঃ। 'এবনো হাজার নিজ ফৎওয়াতে উহা বেদয়াত বলিয়াছেন'।

মূল কথা ইহা শাফেয়ীদের মত। শাফেয়ী ইমাম উহা রদ করিয়াছে এবং বেদয়াত বলিয়াছেন কাজেই উহা দলীল হইতে পারে না।

উহাতে প্রমাণিত হইল যে, শাফেরী মজহাবের মত কিন্তু শাফেয়ী মজহাবের এমাম এবনে হাজার আসকালানি বলিয়াছেন, কবরে আজান দেওয়া বেদয়াত যাহা বেদয়াত তাহা মোস্তাহাব হয় কোন অছুলে এবনে হাজার ত পরিষ্কার বলিয়াছেন উহা বেদয়াত।

কেতাব খুজিয়া ঐ রূপ অচল আমলহীন মত প্রচার করিয়া প্রাধান্য বিস্তার করা খাঁটী ছুন্নীর কার্য্য হইতে পারে না। অতএব বেরেলবী আহমদ রেজা খাঁন সাহেব খাঁটী ছুন্নী ছিলেন না।

॥ সমাপ্ত ॥

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

★ গ্রন্থকারের অন্যান্য প্রকাশিত কেতাবগুলির তালিকা ★

১। অপবাদ খণ্ডন ।

২। মোহাম্মদীগণের মোহজাল কর্ত্তন ।

৩। তাহ্‌কিকোল হক বা রদ্দে ফেৎরা সমস্যা সমাধান ।

৪। মাখালগাছা সমাধানী সভা নামক নীল ও লাল রংয়ের বিজ্ঞাপণের রদ ।

৫। বিশ রাকায়াত তারাবিহ ছুন্নত হওয়ার প্রমাণ ও মোহাম্মদী মৌলভীর ধোকা ভঞ্জন ।

৬। কোত্‌বোল আলম মোজাদ্দেদে জামান, আমিরোশ্‌শরিয়ত ফুরফুরার পীর সাহেব কেবলা (রাঃ)-এর মত ও পথ সম্বন্ধে কতিপয় আলেমের ধোকা ভঞ্জন ।

৭। চৈতা বাহাছের বিবরণ ।

৮। আল্‌মছবুত রাকায়াতুত্তারাবীহ্‌ ফি রদ্দে আল্‌ জাওয়াবুস সারীহ ও মোহাম্মদী মৌলভীর দশটি প্রশ্নের জওয়াব ।

৯। তরদিদে এয়াদাতে হাফাওয়াতে কাছেমী ।

১০। রদ্দে কেয়াম প্রসঙ্গ ।

১১। শাওয়াহেদুল মীলাদ বা মীলাদ কেয়ামের গোপন কথার অসারতা ।

১২। বালাকোটের অসারতা ।

১৩। মেরুদণ্ডির বাহাছ ।

১৪। গত ঈদোজ্জোহা সম্বন্ধে একখানা বিজ্ঞাপন রদ ।

১৫। একটি বাতীল ফৎওয়ার রদ।

১৬। তীব্র প্রতিবাদের দন্তচূর্ণ প্রতিবাদ।

১৭। ইসলাম ধ্বংসের পথে পুস্তিকার অপব্যাখার চুড়ান্ত জওয়াব ।

১৮। আহমদ রেজার অসারতা ।

১৯। মাইকে কোরআন শরীফ পাঠ করা কি ?

২০। কেয়াম ও আখেরে জোহরের প্রমাণ ।

২১। গোবিন্দপুর ৪৫ বঃ পুঃ জাঃ মঃ ছঃ ও নুঃ মঃ নাঃ হওয়ার প্রমাণ ।

ম্যানেজার : খানকায়ে আমিনিয়া
গ্রাম—গোবিন্দপুর, পোঃ— ভেবিয়া, উঃ ২৪ পরগণা ।

মামনি আর্ট প্রেস // ভেবিয়া চৌমাথা // উঃ ২৪ পরগণা ।